রাত্রিশেষ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম মিত্র-ঘোষ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪৭



মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

নট ও নাট্যকার—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

প্রিয়বরেষু

রাত্রিশেষ নাটকটি আমার প্রথম মঞ্চে অভিনীত নাটক পদ্মিনীরও পূর্বে লেখা। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে রাত্রিশেষ আমার প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা এবং স্বর্গীয় নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর একান্ত নির্দেশ ও ইচ্ছায় লেখা। সেই কারণেই নাটকটির উপরে আমার মমতাও বেশী। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে রাত্রিশেষ আমার অভিনীত হোক বা নাই হোক—নাটকটি পড়েও যদি কেউ আনন্দ পান সেটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। রাত্রিশেষের পটভূমিকা একদা বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হলেও মূলত যে রহস্যটি নাটকের মধ্যে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নানা সংঘাতে ও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি—নাট্যরসের দিক দিয়ে সেখানে আমি কতখানি সার্থক হয়েছি তার বিচার করবেন সুধী পাঠকেরা। মূলত ঘূর্ণায়মান মঞ্চের টেকনিকে নাটকটি লেখা হলেও সাধারণ ফ্ল্যাট মঞ্চেও নাটকটি অভিনয় করবার কোন অসুবিধা হবে না বলেই আমার মনে হয়। মঞ্চে মিউজিক, লাইট ও সাউণ্ড এফেক্টের দিকে সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি না রাখলে নাটকের গতি ব্যাহত হবে। যাঁরা অভিনয় করবেন এ নাটকটি, তাঁরা যেন সেদিকে সজাগ থাকেন।

উল্কা
২৬।এ গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা—১৯

লেখক

নীহাররঞ্জন গুপ্তর অন্যান্য নাটক

পদ্মিনী

উল্কা

চৌধুরীবাড়ি

দেবযানী

ময়ূর মহল

মায়ামৃগ

বহ্নিশিখা

চক্র

শ্রাবণী

দুই রাত্রি

ঃ এই নাটকে যাঁরা আছেন ঃ

শিবশঙ্কর রুদ্র	··· ···	কাঞ্চনপুরের জমিদার ঃ বিপ্লবী পলাতক ও খুনের অভিযোগে ফেরারী।
শঙ্করপ্রসাদ রুদ্র	··· ···	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র সিভিলিয়ান জজ্
সোমনাথ (শিবনাথ) রুদ্র	··· ···	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র, পলাতক বিপ্লবী
শ্যামাচরণ	··· ···	ঐ নায়েব
হরনাথ	··· ···	বিপ্লবী, বর্তমানে মন্দিরের পূজারী
হারাধন	··· ···	মিসেস্ বসুর ভাই
মিঃ অভিলাষ দত্ত	··· ···	কণ্ট্রাক্টর
সত্যেন	··· ···	বিপ্লবী যুবক, সোমনাথের সহকর্মী
অশোক	··· ···	কিশোর বালক
রামদেও	··· ···	শঙ্করের বেয়ারা
পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টার	··· ···	পাটনায় পুলিস বিভাগের কর্মচারী
রঘু	··· ···	রুদ্রবংশের পুরাতন ভৃত্য
পুলিস ইত্যাদি—		

* * *

সুভদ্রা	··· ···	শিবশঙ্করের স্ত্রী
মিসেস্ বসু	··· ···	কশ্চিৎ আধুনিকা ভদ্রমহিলা
সীতা	··· ···	শিবশঙ্করের বন্ধুকন্যা
সুমিতা	··· ···	মিসেস্ বসুর বড় মেয়ে
পুষি	··· ···	ঐ ছোট মেয়ে
রমা সোমা ইত্যাদি	··· ···	সুমিতার বান্ধবী

রাত্রিশেষ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[যবনিকা উত্তোলিত হতে দেখা গেল, কাঞ্চনপুরের পুরাতন জমিদার বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষ। ওদিককার দুটি গরাদ দেওয়া জানালা খোলা। জানালা পথে অস্পষ্ট অন্ধকারে অলিন্দ চোখে পড়ে। সময় রাত্রির মধ্য প্রহর। কক্ষের মধ্যে পুরাতন আমলের সামান্য আসবাব কিন্তু ধন ও পুরাতন ঐতিহ্যের প্রমাণ দেয়। দেওয়ালের গায়ে দুখানি ছবি ঝুলছে। একখানি অয়েল পেনটিং, অন্যখানি ফটো। অয়েল পেনটিংটি বর্তমানে নিরুদ্দিষ্ট ফেরারী বিপ্লবী জমিদার শিবশঙ্কর রুদ্রের এবং ফটোটি শিবশঙ্করের সিভিলিয়ান জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্করপ্রসাদের ছোট বয়েসের। কক্ষের এক কোণে কাষ্ঠ-নির্মিত উঁচু একটি ত্রিপয়ের পরে জ্বলছে ডোমে ঢাকা একটি বাতিদান। আলোর শিখাটা ঈষৎ কমানো। স্বপ্নালোকের মতই মৃদু আলোকিত কক্ষটি। প্রৌঢ়া জমিদার-গৃহিণী সুভদ্রা দেবী কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন। পরিধানে বিধবার সাদা থানকাপড়। সম্পূর্ণ নিরাভরণা। সুভদ্রা কক্ষে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে এগিয়ে গিয়ে আলোর কমানো শিখাটি একটু উস্কে দিলেন। এবারে আলোয় কক্ষটি আরো স্পষ্ট হলো। অতঃপর আচল হ'তে একখানা পত্র বের করে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন। সহসা ঐ সময় খোলা জানালা পথে একখানি দাড়ি গোঁফ ভরা মুখ চকিতে যেন উঁকি দিয়ে সরে গেল।]

সুভদ্রা। [হাতের চিঠিটা পড়তে পড়তে স্বগত ভাবে] শিবু! আমার শিবনাথ আসছে। ঠিক সাত বছর পরে। কত দিন তাকে দেখিনি—[বাতাসে দরজা নড়ে উঠলো] কে! না! আমার শিবনাথ! আমার শিবু!

[বন্ধ দরজার গায়ে টুক্ টুক্ করে শব্দ হলো। সুভদ্রা চম্‌কে ওঠেন।]

ঐ! ঐ বোধ হয়—

[আবার বন্ধ দরজায় টুক্ টুক্ শব্দ। এবারে সুভদ্রা এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালেন।]

কে?

নেপথ্যে। মা! মাগো— দরজা খোল—

[সুভদ্রা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত কেবল মুখের একাংশ ঈষৎ খোলা, চব্বিশ পঁচিশ বছরের দীর্ঘকায় এক যুবক, পরিধানে হাফ সার্ট ও মালকোছা আঁটা-ধুতি, কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।]

সুভদ্রা। [চম্‌কে] কে? কে—

[মুখের কাপড় ও চাদর সরিয়ে শিবনাথ দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে।]

শিবনাথ। মা! মা! আমার মা-মণি!

সুভদ্রা। [অশ্রুরুদ্ধ স্বরে] শিবু! আমার শিব—

শিবনাথ। [ঠোঁটে আঙুল দিয়ে] চুপ্! ~~না, মা-না-!~~ ও নাম নয়। শিবনাথ মরে গিয়েছে। এ হচ্ছে সোমনাথ! সোমনাথ—

সুভদ্রা। ষাঠ্-- বালাই···কি যে বলিস!

[মা ছেলের গায়ে সস্নেহে হাত বুলান]

শিবনাথ। আচ্ছা মা! আমার জন্য তুমি খু-উব ভাবো—না?

সুভদ্রা। হ্যাঁরে—এখনো তুই তেমনিই আছিস?—

শিবনাথ। তেমনিই আছি মানে? দেখছো না এই সাত বছরে

কেমন ষণ্ডা-গুণ্ডা হয়েছি। চিনতেও তো পারনি প্রথমটায়।

সুভদ্রা। [মৃদু হেসে] তা কি আর চিনতে পেরেছি! মায়ের চোখ দিয়ে সন্তানকে কি চিনতে দেরি হয় রে বাবা!

শিবনাথ। আচ্ছা মা, তিন বছর আগে সংবাদপত্রে আমার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথাটা পড়ে ভেবেছিলে নিশ্চয়ই হতভাগাটা বুঝি সত্যি সত্যিই মরে গিয়েছে—

সুভদ্রা। বালাই। ষাঠ। কি যা তা বলিস?

শিবনাথ। [হাসতে হাসতে] সরকার বাহাদুর তোমার ছেলেকে কি বলে জান মা, জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, বন্দুকের গুলিতেও নাকি মরে না শিবনাথ রুদ্র এমনই ধাতুতে তৈরী! অবশ্যই এটা তাদের বিনয় ~~বা অতিশয়োক্তি,~~ তবে—

সুভদ্রা। হ্যাঁরে এত রাত্রে এলি কি করে? বর্ষার নদী—

শিবনাথ। সাঁতরে গো জননী, সাঁতরে—এই দুটি বাহু! [হঠাৎ সুর পরিবর্তন করে] কিন্তু আর তো দেরি করতে পারবো না মা। কেবল একটিবার তোমাকে দেখবো বলেই আসা। কতদিন আমার মাকে দেখি নি! [সহসা দেওয়ালের গায়ে ফটোটার প্রতি নজর পড়ায়] বাবার ছবির পাশে ঐ ছবিটা—কার ফটো মা ওটা! আগে ত কই দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সুভদ্রা। তোমার দাদা—শঙ্করের ফটো!

শিবনাথ। দাদা! আমার দাদা শঙ্করপ্রসাদ আই. সি. এস [হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায়] আচ্ছা মা, দাদা এখন কোথায় posted জান?

সুভদ্রা। এতদিন তো বহরমপুরেই ছিল—মাস দুই হলো পাটনায় জজ্ হয়ে—

শিবনাথ। [মায়ের কথায় চমকে] পাটনায়? তবে—তবে কি…

[বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়]

সুভদ্রা। কি বলছিস ?

শিবনাথ। কিছু না মা। [তারপর কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলে] আশ্চর্য! আশ্চর্য! শিবশঙ্কর রুদ্রের ছেলে হলো কিনা সিভিলিয়ান—

[হঠাৎ এমন সময় দূর হতে কাছারীর পেটা ঘড়িতে সময়সঙ্কেত ভেসে এলো ঢং ঢং……সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ চমকে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] উঃ, রাত বারোটা বেজে গেল। আর দেরি করা চলবে না মা। অনেকটা পথ—

সুভদ্রা। এখুনি যাবি বাবা ?

শিবনাথ। হ্যাঁ মা। আমাদের দলের একটি ছেলে পাশের গাঁয়ে গিয়েছে, নৌকা নিয়ে খলসেখালীর বাঁকে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। শেষ রাতের মধ্যেই যেমন করে হোক আমাদের লঙ্কার চরে পৌঁছতেই হবে—

সুভদ্রা। একটু কিছু খাবি না বাবা ? তোর জন্য যে আনন্দনাড়ু করে রেখেছি—

শিবনাথ। আনন্দনাড়ু! সত্যি ? তুমি আমার লক্ষ্মী মা। কই দাও। দিব্যি পথে খেতে খেতে যাওয়া যাবেখন।

[সুভদ্রা পাশের ঘর থেকে বাটিতে করে আনন্দনাড়ু নিয়ে এলেন]

দাও। সব দাও। [পকেট ভরে নিল শিবনাথ মুঠো মুঠো করে সব নাড়ুগুলো বাটি থেকে] তবে চলি মা।

সুভদ্রা। আর একটু দাঁড়া বাবা। আর একবার তোকে দেখে নিই—

শিবনাথ। দুঃখ করো না মা। অনেক দূর পথ। তাছাড়া জান তো এখানে সকলেই—ও কি মা, তোমার চোখে জল ? শিবনাথের মায়ের চোখে জল ?

সুভদ্রা। [চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায়] না বাবা। কই কাঁদিনি তো আমি—

শিবনাথ। না। শিবনাথের মা কাঁদে না। আবার আমি আসবো ফাঁক পেলেই। [নত হয়ে মার পায়ের ধুলো নিয়ে] চলি মা।

সুভদ্রা। এসো।

[পশ্চাতের দ্বারপথে শিবনাথ অদৃশ্য হয়ে গেল। সুভদ্রা দ্বার অর্গলবদ্ধ করলেন। ঠিক এমনি সময় অন্য দ্বারে করাঘাত শোনা গেল এবং কণ্ঠস্বর নেপথ্যে শোনা গেল সীতার]

নেপথ্যে। মা! মা দরজা খুলুন। দরজা খুলুন—কে এসেছে দেখুন।—[সুভদ্রা এগিয়ে গিয়ে দ্বার অর্গলমুক্ত করতেই প্রথমে ২২।২৩ বৎসরের সুশ্রী সাধারণ একখানি রঙীন শাড়ি পরিহিতা তরুণী ও তার পশ্চাতে সাহেবী পোশাক পরিহিত সুভদ্রা দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র সিভিলিয়ান শঙ্করপ্রসাদ এসে কক্ষে প্রবেশ করল।]

শঙ্কর। [নীচু হয়ে মার পায়ের ধুলো নিতে নিতে] ভাল আছো তো মা?

সুভদ্রা। কে? এ কি! শঙ্কর হঠাৎ—

শঙ্কর। হ্যাঁ মা। হঠাৎই এলাম। খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছো না? [হঠাৎ সীতার দিকে ফিরে তাকিয়ে] সীতা, রাত যদিও অনেক, বড্ড পিপাসা পেয়েছে—এক কাপ চা যদি—

সীতা। কেন পারবো না? ~~আনছি তৈরী করে—~~ [প্রস্থানোদ্যত]

শঙ্কর। অসুবিধা হবে না তো—

সীতা। কিছু না। আনছি আমি। [সীতার প্রস্থান]

শঙ্কর। [চারিদিক দেখতে দেখতে] এই সেই বাড়ি। একুশ বছর আগে এখান হতে শেষ বিদায় নিয়ে যাই। আবার ফিরে এলাম

একুশ বছর পরে। দেওয়ালে ওটা বাবার ছবি না? পাশে ওটা কার ফটো মা? শিবুর না? [এগিয়ে যায় শঙ্কর দেওয়ালের সামনে]

সুভদ্রা। না, ওটা তোমারই ছোটবেলার ফটো।

শঙ্কর। আমার? [একটু থেমে] আশ্চর্য! সব—সব ঠিক তেমনি আছে। ভাঙ্গা দেউড়ির মাথায় কেরোসিনের সেই বাতিটা। দেউড়িতে ঢুকতেই ডানহাতি কদম ফুলের সেই গাছটা। বর্ষার সময় গাছটা ফুলে ফুলে ভরে যেত। বিচিত্র একটা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যেত। সব ঠিক যেন তেমনিই আছে—

[সুভদ্রা দেবী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন; পুত্রের কথা যেন শুনছেন]

একুশ বছর। একটা যুগ। ভাবিনি কোন দিন আবার এ বাড়িতে ফিরে আসবো।

[সহসা মার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে

জান মা। কাল রাত্রে ট্রেনে শুয়ে ঘুমের ঘোরে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—

সুভদ্রা। [মৃদু কণ্ঠে] স্বপ্ন?

শঙ্কর। হ্যাঁ স্বপ্ন। অনেক দিন পরে যেন এ বাড়িতে আবার ফিরে এসেছি। চারিদিক কি অন্ধকার! এসে দেখি সদর দরজাটা বন্ধ। কত ধাক্কা দিচ্ছি—তবু, তবু যেন দরজাটা কিছুতেই খুলছে না। কত ডাকাডাকি করছি কারো সাড়া নেই। হঠাৎ এমন সময় কোথা হতে যেন একটা কালো বাদুড় ডানা মেলে আমার চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে উড়তে লাগল। আর অন্ধকারে তার চোখ দুটো যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে দুখণ্ড অঙ্গারের মত কি এক ভয়ঙ্কর জিঘাংসায় জ্বলতে লাগল—বাদুড়টা যেন সদর দরজার কাছ থেকে তাড়াবার জন্য আমাকে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল। আর আমি—আমি—

[সহসা এমন সময় আবার জানালা পথে সেই ঝাকড়া চুল, দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখখানা এক জোড়া অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিয়ে দেখা দিয়েই সরে গেল]

সুভদ্রা। শঙ্কর ?

শঙ্কর। উঃ, সেই স্বপ্নের কথা ভাবলে যেন এখনো গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে ওঠে !

সুভদ্রা। ভাল আছো তো শঙ্কর ?

শঙ্কর। হাঁ মা। আচ্ছা মা এ বাড়ি ছেড়ে যখন যাই তখন আমার বয়স যেন কত ?

সুভদ্রা। আট বছর।

শঙ্কর। আর শিবু—শিবনাথের ?

সুভদ্রা। [চম্‌কে] য়্যাঁ ! হ্যাঁ। শিবুর বয়স তখন বছর দুই হবে।

শঙ্কর। আশ্চর্য ! সেই শিবু—সেও একদিন গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘে নাম লেখাল ! আচ্ছা মা বাবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু সেও তো প্রায় পাঁচ বছর হতে চললো, আর শিবুর তিন বছর—?

সুভদ্রা। (সংকুচিত কণ্ঠে] হাঁ।—

[শঙ্কর দেওয়ালে টাঙানো তার পিতার এনলার্জড ছবিটার দিকে এগিয়ে যায়, সামনেই একটা খোলা জানালা]

শঙ্কর। পূবের এই জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যপ্রণাম করেছি—স্পষ্ট, স্পষ্ট সব এখনো যেন মনে পড়ে—

সুভদ্রা। শঙ্কর, পরিশ্রান্ত তুমি। রাতও অনেক হলো, এবারে জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম করো—যাই আমি তোমার জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা— [যেতে উদ্যত হলেন]

শঙ্কর। [মাকে যেতে বাধা দিয়ে] ব্যস্ত হয়ো না মা। দাঁড়াও। মাসখানেক হলো প্রমোশন পেয়ে পাটনায় জয়েন করেছি। হঠাৎ কিছু

দিন ধরে ইদানীং কেন যেন কেবলই তোমার কথা মনে পড়ছিল, ~~কতদিন তোমাকে দেখিনি~~—তাই ছুটে এলাম। একুশ বছর এ বাড়ির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না থাকলেও ভুলতে পারিনি এ বাড়ির কথা, আমার শৈশব, এই গৃহেই প্রথম নিঃশ্বাস ~~নিয়েছি~~—

সুভদ্রা। ওসব কথা থাক শঙ্কর—

শঙ্কর। জানি। ভুলতেই চেয়েছিলাম, আর এখনো চাই, কিন্তু ভুলতে পারি কই। আজও কত রাত্রে ঘুমের ঘোরে দেখি ছোট্ট একটি ছেলে ~~যেন এই বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।~~ ঐ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জানাচ্ছে সূর্যপ্রণাম। কিন্তু না। যখনই মনে পড়ে আমি কে—। কার সন্তান আমি—

সুভদ্রা। [তীক্ষ্ণ স্বরে] শঙ্কর। তিনি তোমার জন্মদাতা—।

শঙ্কর। জন্মদাতা?

সুভদ্রা। শঙ্কর।

শঙ্কর না। না—তুমি বাধা দিও না মা। তিন দিনের ছুটিতে কলকাতা যাবার নাম করে পালিয়ে এখানে এসেছি, চোরের মত গোপনে শুধু একটিবার তোমাকে দেখবো বলেই। কেউ জানে না—~~এমন কি মামারাও জানেন না।~~ বাবা—সর্বপ্রথম যেদিন জানতে পারলাম তিনি তাঁর আবাল্যের বন্ধু ~~অভিন্নহৃদয় সহকর্মী, সহব্রতী~~ কালিকা চৌধুরীর স্ত্রীকে—

সুভদ্রা। [উচ্চকণ্ঠে] শঙ্কর—

শঙ্কর। জানি মা। আমি সব জানি। পাঁচ বছর আগে দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম মামাদের মুখে সব কথা যখন শুনলাম ঘৃণায় লজ্জায়—

সুভদ্রা। না, তুমি কিছুই জান না/

শঙ্কর। শুধু আমিই নয় মা/ বিশ্বসুদ্ধ সবাই জানে, কুৎসিত

~~জঘন্য সে—~~

সুভদ্রা। চুপ্। চুপ করো শঙ্কর। তাঁর চরিত্রের বিশ্লেষণ তোমার পক্ষে শুধু অন্যায়ই নয় পাপ। মহাপাপ। ভুলো না তুমি। তুমি তার সন্তান—

শঙ্কর। সন্তান। না না—আমি কারো সন্তান নই। ভুলতে দাও, ভুলে যেতে দাও আমাকে সে কথা। আর তুমি, তুমিও যদি ভুলতে পারতে মা শিবশঙ্কর রুদ্র বলে কেউ তোমার জীবনে—

সুভদ্রা। ছিঃ! ছিঃ—

শঙ্কর। মা! মা!

সুভদ্রা। তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে শঙ্কর। তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। [দ্রুত প্রস্থান]

শঙ্কর। মা! মা! শোন। শোন—

[মুহ্যমানের মত মায়ের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ অতঃপর তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে আবার শঙ্কর দেওয়ালে টাঙ্গানো তার পিতার এনলার্জ করা ছবিটার সামনে দাঁড়াল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে, চোখের কোলে বুঝি জল আসে, তারপর কতকটা আত্মগত-ভাবেই যেন রুদ্ধস্বরে বলে]

শিবশঙ্কর রুদ্র! শিবশঙ্কর রুদ্র! তোমারই রক্ত আমার শরীরে। আমি না স্বীকার করলেও সমস্ত জগৎ বলবে আমি তোমারই সন্তান। তোমারই সন্তান—

[দু হাতে মুখ ঢাকে শঙ্কর, তারপর হঠাৎ পিতার ছবির দিকে তাকিয়ে]

কিন্তু বিপ্লবী শিবশঙ্কর কি তুমি পেলে বল? জবাব দাও। কি তুমি পেয়েছো? কেবল একটা আকাশচ্যুত উল্কার মত জ্বলে উঠে নিজের

আগুনে নিজেই তুমি ভস্ম হয়ে গেলে। কোথায় তুমি? কোথায় আমি; আর কোথায় শিবনাথ। আর কোথায়ই বা রইলো চির অকলঙ্ক সতী-সাধ্বী জননী আমাদের। নিষ্পাপ আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেল চিরকলঙ্কের বোঝা।

[ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে সীতার প্রবেশ]

সীতা। শঙ্করদা! তোমার চা। চা খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও—বামুনদিদিকে বলে এসেছি লুচি ভাজতে।

শঙ্কর। [সীতার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে] মিথ্যে কেন আবার হাঙ্গামা করতে গেলে সীতা এত রাত্রে। স্টীমারে যথেষ্ট খেয়ে এসেছি। এই চা-ই যথেষ্ট—

সীতা। দাঁড়িয়ে কেন শঙ্করদা, বোস ঐ পালঙ্কের ওপরে—

[খাটের পরে উপবেশন করে শঙ্কর নিঃশব্দে চা পান করতে থাকে]

উঃ, কতদিন পরে। তোমার আমার সেই শেষ দেখা প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল না?

শঙ্কর। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তা হবে। বহরমপুরে যেবারে বদলি হয়ে যাই, যাবার আগে তোমার হোস্টেলে গিয়ে দেখা করেছিলাম।

সীতা। আলিপুরে যতদিন ছিলে প্রত্যেক শনিবার তুমি হোস্টেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে, মনে পড়ে সেসব দিনের কথা?

শঙ্কর। [নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে] পড়ে।

সীতা। বহরমপুর গিয়েও দু-তিনখানা চিঠি তুমি আমাকে লিখেছো, তারপর হঠাৎ চিঠি লেখা বন্ধ করলে। পরপর সাত-আটখানা চিঠি দিয়েও জবাব পেলাম না।

শঙ্কর। সীতা!

সীতা। আমায় কিছু বলছো ?

শঙ্কর। আশ্চর্য! স্বপ্নেও ভাবিনি এখানে আজ এমনি করে দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন ভেবেছি চিঠি লিখেই তোমায় সব জানাবো, কিন্তু পারিনি। বার বার লিখতে গিয়েও থেমে গিয়েছি। কিন্তু আজ যখন সুযোগ মিলেছেই—

সীতা। কি শঙ্করদা ?

শঙ্কর। না। আর সংশয় নয়, আর দ্বিধা নয়। আজ এখুনি সে কথা তোমায় আমি বলবো। যে গুরু-দায়িত্বের পীড়ন এই পাঁচ বছর দিনে রাতে প্রতি মুহূর্তে সহ্য করেছি আজ সে বোঝা নামিয়ে হাল্কা হবো। শোন সীতা—

সীতা। দু দিন ধরে ট্রেনে স্টীমারে আসছো, পরিশ্রান্ত তুমি। কাল বলো—

শঙ্কর। না সীতা। সুযোগ যখন এসেছে কথাটা আজ এখুনি আমায় শেষ করতে দাও। কে জানে হয়ত এমন সুযোগ আর কখনো পাবো না—

সীতা। অমন কথা বলছো কেন শঙ্করদা। তুমি কি বলতে চাও ; জীবনে আর কখনো আমাদের দেখা হবে না ?

[বাড়ির পুরাতন ভৃত্য রঘুর প্রবেশ।]

শঙ্কর। কে ?

রঘু। আমায় চিনবার লারছো বড়দাদাবাবু! রঘু! রঘুরে ভুইলা গেলে! এই কাঁধের পরে কত দিকে লয়ে ঘুরছি—

শঙ্কর। রঘুদা! অনেক দিনের কথা, তাই চিনতে পারিনি রঘুদা! ভাল আছো তো রঘুদা!

রঘু। আর ভাল! এবার যাবার পারলেই হয়। মরণ নাই

আমাগোর তাই বুড়া শকুনির মত বাঁইচা আছি! তা হাঁ দাদাবাবু, এতকাল পরে বাড়ি-ঘর-দোরের কথা মনে পড়লো?

শঙ্কর। মনে সব সময়ই পড়ে রঘুদা কিন্তু—

রঘু। ছাই! সাহেব হইয়া বেবাক ভুইলা গেছো? তা এহোন চলো মা ডাকিতেছেন—বামুন ঠাকুর সব লইয়া বইসা আছে—

শঙ্কর। আজ রাত্রে আর কিছু খাব না রঘুদা। মাকে বলগে। আমার শোবার ব্যবস্থাটা কেবল করে দাও—

রঘু। কিছুই খাবা না?

শঙ্কর। না। ক্ষিধে নেই।

রঘু। তাই কি হয়, কিছু খাবা চল!

শঙ্কর। না—

সীতা। একেবারে কিছুই খাবে না শঙ্করদা?—

শঙ্কর। না।

রঘু। তবে যাই মারে বলি গে— [রঘুর প্রস্থান]

সীতা। তবে চল তোমার শোবার ব্যবস্থা—

শঙ্কর। সে হবে'খন। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, দাঁড়াও। আমার কথাটা শেষ করতে দাও। [একটু থেমে] কলেজে পড়বার সময় মার একখানা চিঠি পেয়ে তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম স্কুল বোর্ডিংয়ে দেখা করতে যাই—কিন্তু সেদিন—সেদিন যদি জানতাম—

সীতা। শঙ্করদা!—

শঙ্কর। শোন সীতা। কথাটা স্পষ্টভাবে না জানলেও আমার মায়ের কাছ হতে আভাষে ইঙ্গিতে নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে একদিন তোমাকে ঘিরে মায়ের আমার কি আশা ছিল। আর যদি আমি না ভুল করে থাকি তবে তুমি নিজেও—

[সীতা লজ্জায় মাথা নীচু করে]

আর আমি! আমি নিজেও কি একদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমায় চাইনি। কিন্তু স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল যেদিন বাবার মৃত্যুর পর প্রথম জানতে পারলাম পাঁচ বছর আগে তোমার ও আমার মিলনের মধ্যে কি দুর্লংঘ্য বাধা আছে—

সীতা। কি বলছো তুমি ?

শঙ্কর। হ্যাঁ। তোমার মা আকস্মিকভাবে নিহত হন—তার পর দিনই সংবাদ পেয়ে আমার মা দশ বৎসরের বালিকা তোমাকে নিজের কাছে এই বাড়িতে নিয়ে আসেন—

সীতা। কিছুই আমি ভুলিনি। সেদিন আমার বয়স খুব অল্প হলেও সে স্মৃতি আজও বুকের মধ্যে আগুনের মতই জ্বলছে দিবারাত্র।

শঙ্কর। সেই থেকেই তুমি আমাদের বাড়িতে মায়ের কাছেই মানুষ।

সীতা। এ জন্মেই নয় শুধু। জন্মে-জন্মে তিনিই আমার মা!

শঙ্কর। কিন্তু আমি ভাবি আমার ভাগ্যের কথা! তোমার মার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা আমাকে নিয়ে যে খেলা খেলল, তারই জের টেনে এসেছি গত পাঁচ বছর ধরে এবং টেনেও চলতে হবে আমার বাকী জীবনটা! কিন্তু কেন? কেন—

সীতা। কিন্তু তোমার কথা যে, কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমার মার মৃত্যুর সঙ্গে—

শঙ্কর। আছে। আছে সীতা। কিন্তু জানতে চেও না। কোন দিন সে কথা জানতে চেও না। সে যে কি লজ্জা! কোনদিনই তোমাকে তা আমি বলতে পারবো না। শুধু জেনো সে রাত্রের সেই পিস্তলের গুলি তোমার মায়ের বক্ষ বিদীর্ণ করেই ক্ষান্ত হয়নি আরো এক হতভাগ্যের জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও ঐ সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে

দিয়ে গিয়েছে।

সীতা। শঙ্করদা!

শঙ্কর। ক্ষমা করতে তুমি পারবে কিনা জানি না তবু যদি পার ক্ষমা করো। ভুলে যেও শঙ্কর বলে কেউ কোন দিন—

সীতা। জানি না আমার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে এমন কি ব্যাপার জড়িয়ে থাকতে পারে যাতে করে আমাদের এতদিনের সম্পর্কটাই মিথ্যে হয়ে গেল।

শঙ্কর। বললাম তো সে কথা জানতে চেও না!

সীতা। কিন্তু—

শঙ্কর। না। না সীতা এই কথাটিই গত পাঁচ বছর ধরে তোমাকে আমি জানাতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। অভিশপ্ত। অভিশপ্ত জীবন আমার! একা এই দুঃসহ অভিশাপের বোঝা বহেই আমায় বেড়াতে হবে—কেউ নেই আমার কেউ নেই!

[দ্রুত স্খলিতপদে শঙ্কর ঘর ছেড়ে চলে গেল। মুহ্যমান সীতা কিছুক্ষণ তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে]

সীতা। শঙ্করদা, শোন! শোন—

[হঠাৎ এমন সময় আবার খোলা জানালা পথে পূর্বের সেই মুখটা চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় কিন্তু সীতার নজরে পড়ে।]

কে! কে ওখানে?

[ত্রস্ত পদে সুভদ্রা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন]

সুভদ্রা। কি! কি হলো সীতা? শঙ্কর কোথায়?

সীতা। [ত্রস্তে সুভদ্রাকে এসে জড়িয়ে ধরে কম্পিত ভীত কণ্ঠে] মা! মা—কে যেন একটু আগে ঐ জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখভর্তি…কি ভয়ানক দুটো চোখের দৃষ্টি—

সুভদ্রা। ও কিছু না। হয়ত কোন ছায়া-টায়া দেখে ভয় পেয়েছো মা! চোখের ভুল!

সীতা। না মা চোখের ভুল নয়। স্পষ্ট আমি দেখেছি—আগুনের ভাঁটার মত দুটো চোখ!...

সুভদ্রা। না না! ও কিছু নয়। কিন্তু শঙ্কর কোথায় গেল?

সীতা। তোমাকে আমি বলিনি মা। আরো দু দিন রাত্রে অলিন্দে ঐ মুখ দেখেছি—

সুভদ্রা। না, না—ও কিছু না—তুমি যাও মা! দেখ শঙ্কর কোথায় গেল। তার একটা শোবার ব্যবস্থা করে দাওগে মাঝের ছোট ঘরে। যাও। রাত শেষ হয়ে এলো।

[একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সীতা অতঃপর ঘর ছেড়ে চলে গেল। সুভদ্রা সীতার ঘর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দরজায় খিলটা তুলে দিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য দ্বারপথে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন শিবশঙ্কর রুদ্র। গায়ে একটা গেঞ্জি, পরিধানে ধুতি, মুখভর্তি গোঁফ-দাড়ি, একটু খুঁড়িয়ে বাঁ পাটা টেনে টেনে চলেন। পদশব্দে মুহূর্তে ফিরে দাঁড়ালেন সুভদ্রা। দুজনার চোখাচোখি হলো।]

এ কি তুমি! আবার তুমি এখানে এসেছো?

শিবশঙ্কর। হ্যাঁ এসেছি, কিন্তু আগে বল কেন তাকে তুমি এ বাড়িতে ঢুকতে দিলে? বল জবাব দাও।

সুভদ্রা। কেমন করে জানলে?

শিব। বড়বৌ। বাগানবাড়িতে চোরের মত আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকি বটে কিন্তু সব টের পাই। শিবশঙ্কর রুদ্রের চোখ অন্ধকারেও দেখতে পায়। হ্যাঁ। সে আর মানুষ নয়। তার চোখ এখন প্রেতের চোখ।

সুভদ্রা। এখানে সে তো থাকতে আসেনি। দু-একদিনের মধ্যেই

চলে যাবে।

শিব। চলে যাবে! কিন্তু কেন, কেন সে এ বাড়িতে আসে? কোন্ অধিকারে? অস্বীকার করেছে সে আমার রক্তকে। অপমান করেছে রুদ্রবংশের পিতৃপুরুষের আত্মাকে।

সুভদ্রা। কি বলছো তুমি?

শিব। কি বলছি? ভুলে গেছো? এত শীঘ্র ভুলে গেছো শঙ্কর-জননী, চাকরির সময় পুলিস এন্‌কোয়ারী করতে এলে সে বলেনি এ বাড়ির সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই? তোমার দাদা অগ্রজ পরম শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর কমিশনার সহোদর তোমার, তার সেই হীন জঘন্য ব্যবহার। ভুলিনি। কিছুই আমি ভুলিনি—

সুভদ্রা। একটু আস্তে কথা বলো।

শিব। আস্তে কথা বলবো। Yes! ~~Hush! Let me hold my tongue!~~ কিন্তু আর কত দিন। কত দিন আরো এমনি করে আমায় বেঁচে থাকতে হবে কণ্ঠ রোধ করে, ঘৃণিত পশুর মত আত্মগোপন করে বলতে পার বড়বৌ! বলতে পার?

সুভদ্রা। তুমি তো জান আজও পুলিস তোমার সন্ধানে হুলিয়া নিয়ে ফিরছে। তোমার আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা পুলিস কোনদিনই বিশ্বাস করেনি।

শিব। করেনি না! করবেই বা কেন? শিবশঙ্কর রুদ্রের মৃত্যু··· ~~অপঘাত মৃত্যু~~ একি কেউ বিশ্বাস করে! কেন করবে?

সুভদ্রা। রাত শেষ হয়ে এলো প্রায়। তুমি যাও আর এখানে থেকো না। না ঘুমিয়ে সারারাত এমনি করে জেগে থাক বলেই—

শিব। ঘুম। তুমি তো জান না বড়বৌ, ঘুম আমার কি মর্মান্তিক দুঃস্বপ্নে ভরা।

সুভদ্রা। এমনি করে না ঘুমোলে যে শরীর—

শিব। না না, ঘুমাতে আমায় বলো না ভদ্রা, ঘুমাতে আমায় বলো না। চোখ বুজলেই দেখি কালিকার অশরীরী প্রেত যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি চায়! তার সেই পাথরের মত স্থির দুটো ঘষা কাচের মত চোখের দৃষ্টি, চেয়ে থাকে আমার দিকে, কেবল চেয়ে থাকে। কেন? কেন—ঐ! ঐ দেখো বৌ! এখানেও সে আমার পিছনে পিছনে এসেছে। বল! বল বন্ধু। কি তুমি চাও। কি চাও। বিশ্বাস করো বন্ধু, বিশ্বাস করো সুনন্দা আমার……

সুভদ্রা [ভীত কম্পিত কণ্ঠে] ওগো শুনছো। শোন।…

শিব। ঝ্যাঁ। মনে পড়ে বড়বৌ। প্রথম যৌবনে একদিন দেশকে আমার স্বাধীন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম। কত আশা। কত স্বপ্ন। কালিকা আমার আশৈশবের সহচর বন্ধু। আমার সহকর্মী। সেই আমাদের দুজনের মধ্যে কোথা থেকে জ্বলন্ত পাবকশিখা রূপিণী সুনন্দা এসে দাঁড়াল—

সুভদ্রা। থাক না ওসব কথা।

শিব। ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায় বৌ। কিন্তু আমার পিস্তল, আমার পিস্তলটা কোথায় ভদ্রা?

সুভদ্রা। পিস্তল। পিস্তল দিয়ে কি হবে?

শিব। [মৃদু হেসে] ভয় পেলে। না ভয় নেই, আত্মহত্যা করবো না। তাই যদি পারব তবে কেন দীর্ঘ দিন ধরে চোরের মত পথে প্রান্তরে অরণ্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আত্মগোপন করে আবার একদিন ঝড়-জলের রাত্রে—

[সহসা বাইরে এমন সময় গুরু গুরু মেঘের ডাক শোনা গেল, বিদ্যুতের নীল আলো ঝিলিক হেনে গেল]

উঃ! কি প্রচণ্ড ঝড়জলের রাত সেটা ছিল। তোমার ঘরের বন্ধ

দরজায় এসে ধাক্কা দিলাম কিন্তু সাড়া মিলল না। তারপর—

সুভদ্রা। ঝড়জলের শব্দে শুনতে পাইনি।

শিব। কিন্তু তারপর দরজা খুলে লণ্ঠনের আলোয় আমায় দেখেও তুমি চিনতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠেছিলে—

সুভদ্রা। দীর্ঘ আট বছর পরে আমি ভেবেছিলাম—

শিব। আমি মরে গেছি। [হাস্য] মরেই গিয়েছিলাম প্রায়। মুঙ্গের স্টেশনে সশস্ত্র পুলিস ফোর্সের সঙ্গে সংঘর্ষ—বাঁ পাটা গুলিতে জখম হওয়া সত্ত্বেও লোহার রেলিং টপকে পালালাম। পশ্চাতে পড়ে রইলো গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত সখানাথ। ~~কিন্তু ফিরে তাকাবার সময় নেই।~~ ঐ অবস্থাতেই কোনমতে ছুটতে ছুটতে গিয়ে আট মাইল দূরে এক ডাক্তার বন্ধুর আশ্রয়ে গিয়ে উঠলাম শেষ রাতে। সখানাথের সঙ্গে আমার চেহারারঅদ্ভুত একটা সাদৃশ্য ছিল তাই সকলে ভাবলে গুলিখেয়ে শিবশঙ্করই বুঝি মারা গিয়েছে। বন্ধুর অক্লান্ত চিকিৎসায় একদিন বেঁচে উঠলাম বটে কিন্তু একটা পা আমার জন্মের মত খোঁড়া হয়ে গেল।

সুভদ্রা। কেন তুমি দিনরাত কেবলই ঐ সব পুরানো কথা ভাব বল তো?

শিব। কেন ভাবি! [একটু থেমে] এ বাড়ির একতলায় বড় ঘরটায় একটা মস্তবড় ছবি আছে দেখেছো?

সুভদ্রা। শ্বশুরমশাইয়ের পিতাঠাকুর।

শিব। হ্যাঁ আমার ঠাকুর্দা ধূর্জটিশঙ্কর রুদ্র। সেপাই বিদ্রোহের সময় ফিরিঙ্গীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। সেই বিপ্লবীর রক্ত আমার শরীরে। সেই রক্তে ছিল অগ্নির জ্বালা। কিন্তু কোথায় গেল সেই অগ্নিদাহন। কোথা হতে কোথায় চলে এলাম। আগুন নিভে গেল, পড়ে রইলো শুধু একমুঠো ছাই। সুনন্দা!...[একটু থেমে] আগুনের মতই রূপ ছিল সুনন্দার। আশ্চর্য। জান যে বাগান-

বাড়িতে এই দু মাস ধরে চোরের মত লুকিয়ে আছি তারই নীচে একটা পাতালঘর আছে ?

সুভদ্রা। পাতালঘর ?

শিব। হ্যাঁ। সে ঘর তুমি কখনো দেখোনি। এ বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান ব্যতীত কেউ সে ঘরের প্রবেশ পথ জানে না। দিনের বেলা সেই ঘরের মধ্যেই আমি লুকিয়ে থাকি পাছে কেউ আমার সন্ধান পায় বলে। কিন্তু দিনের বেলাতেও সে ঘরটা কি অন্ধকার। অন্ধকার সেই পাতাল ঘরটার মধ্যে একা একা সারাটা দিন আমি প্রেতের মত ঘুরে বেড়াই। আর কি ভাবি জান ?

সুভদ্রা। কি ?

শিব। এ আমি কি করলাম। সরকারের জেলখানা থেকে বাঁচতে গিয়ে আমারই প্রপিতামহের তৈরী পাতালঘরে তাদেরই এক বংশধর আমি চোরের মত আত্মগোপন করতে হলো। উঃ এ যে কি মর্মদাহ। শুনেছি ঐ ঘরে নাকি অশিষ্ট প্রজাদের বন্দী করে রেখে শাস্তি দেওয়া হতো। কত অত্যাচার। কত গুপ্তহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐ নিভৃত কক্ষে যাদের দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপ আজও ঐ কক্ষের বাতাসে জমাট বেঁধে আছে। তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি কি আমি! না না. এসব আমি কি বলছি, শিবশঙ্কর রুদ্র আমি।

সুভদ্রা। আঃ চুপ কর। চুপ কর।

শিব। ভয় নেই বড়বৌ। ভয় নেই। সে কবে মরে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, পড়ে আছে শুধু তার জীবনভোর ব্যর্থতা, নিষ্ফলতা। আর বেঁচে রইল তোমার Civilian ছেলে—সেই সঙ্গে বেঁচে রইলে তুমি, তোমার বৈধব্য। অন্ধকার সুভদ্রা। শুধু অন্ধকার। আমার পাতালঘরে নয়—সমস্ত জীবনকে আমার আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সুভদ্রা। শুনছো। ওগো শোন একটু স্থির হও।

শিব। কিন্তু সত্যিই তোমাকে ধন্যবাদ বড়বৌ। ধন্যবাদ তোমার অপূর্ব বৈধব্যের পরিকল্পনাকে। ধন্যবাদ তোমায়।

সুভদ্রা। নিষ্ঠুর তুমি। তুমি কি করে বুঝবে এ কি যন্ত্রণা। কি নিদারুণ বঞ্চনা।

শিব। বঞ্চনা। Woman thy name is vanity। এর চাইতে সত্যিই সেদিন রাত্রে তুমি যদি আমায় পুলিসের হাতেই ধরিয়ে দিতে—

সুভদ্রা। থামো। থামো। এই অসহ্য জ্বালার পরে আর নিষ্ঠুরতার চাবুক মেরো'না। সব থেকেও যার কিছু নেই স্বামী বর্তমানেও যে বিধবা তার দুর্ভাগ্য নিয়ে তুমি অন্তত আজ আর পরিহাস করো না।

শিব। পরিহাস। না পরিহাস আমি করিনি বড়বৌ। কেবল ভাবি একদিন সত্যিই তুমি সুভদ্রা ছিলে যেদিন বিপ্লবী স্বামীর অগ্নি-রথের বল্গা ধরেছিলে তুমি। হাতে তুলে দিয়েছিলে তার গুলিভরা পিস্তল। তোমার বিপ্লবী ছেলে শিবনাথের মৃত্যু সংবাদেও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলনি। কিন্তু সে তুমি আজ আর তুমি নও। অতীতের ছায়া মাত্র। ~~বহুকাল~~। ~~একটা দুঃস্বপ্ন।~~ সেইদিনই আমার চোখে তোমার মৃত্যু ঘটেছে যেদিন সেই নরাধমের মাতৃত্বকে স্বীকার করেছো —সেই কুলাঙ্গার—

সুভদ্রা। তবু। তবু তো শঙ্কর তোমারই ছেলে।

শিব। আমারই ছেলে [হাস্য উচ্চ কণ্ঠে] শঙ্কর। আমার স্বপ্নের শঙ্কর। No he is no more. পাতালঘরের অন্ধকারে বসে বসে আজও তার জন্য আমার দু চোখ ভরে জল আসে। কিন্তু তুমি! রুদ্র বংশের বৌরাণী, তোমার, তোমার চোখে জল নেই কেন বলতে পার ?

~~[সহসা এমন সময় নেপথ্যে পাগল রুদ্রনাথের কণ্ঠসঙ্গীত শেষ রাতের অন্ধকারে ভেসে আসে]~~

—গীত—

ঝড়। ঝড় এলো ঐ
মত্ত প্রভঞ্জন।
গুরু গুরু ডাকে মেঘ
বায়ু সন্ সন্॥

কে! কে গান গায়!

সুভদ্রা। আমাদের মন্দিরের পুরোহিত হরনাথ।

শিব। হ্যাঁ ঝড়। ঝড় আসছে মত্ত হাহাকারে প্রচণ্ড প্রভঞ্জন। রুদ্র বংশের যত গ্লানি যত পাপ সব সেই ঝড়ের হাওয়ায় ছিন্ন পাতার মত যদি উড়ে উড়ে যেত!

[স্খলিত পদে শিবশঙ্করের প্রস্থান। নির্বাক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সুভদ্রা স্বামীর গমন পথের দিকে। ক্রমে মঞ্চ ঘুরে যাবে]

॥ মঞ্চ ঘুরতে থাকে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ক্রমে পরিস্ফুটমান স্বল্পালোকে কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়ির আর একটি কক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভোর হলেও মেঘে ঢাকা স্বল্পালোকে চারিদিক থম্ থম্ করছে। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে যেন একটা অত্যাসন্ন ঝড়-জলের ইঙ্গিত। এক পাশে খাটের ওপরে একটি শয্যা বিস্তৃত। খাটের নীচে এক পাশে একটি চামড়ার সুটকেশ তার উপরে হোলডলে বাঁধা একটা বিছানা। খাটের বাজুতে ঝুলছে একটা কোট। ঘরের খোলা জানালার সামনে পিছন ফিরে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান শঙ্কর। পরিধানে তার ফুল প্যাণ্ট্ ও সার্ট-টাই। বৃদ্ধ নায়েব শ্যামাচরণ কক্ষ মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।]

শ্যামাচরণ। শঙ্কর ?

শঙ্কর। [ডাক শুনে চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে] কে ? ও নায়েব কাকা। আসুন—ভাল আছেন তো কাকা ?

শ্যামা। রাণীমার কাছে শুনলাম তুমি নাকি আজই সকালে চলে যাচ্ছো ?

শঙ্কর। হ্যাঁ কাকা। মাত্র তিন দিনের ছুটি—

শ্যামা। একুশ বছর পরে যদি বা বাড়ি এলে তা ধুলোপায়েই চলে যাবে ?

শঙ্কর। থাকতে তো আসিনি কাকা, এসেছিলাম মার সঙ্গে দেখা করতে একটিবার আর—

শ্যামা। মিথ্যে সাধ করে কেন যে এই পরের গোলামী করছো বাবা। এত বড় জমিদার বংশের ছেলে তুমি, এখনো যা আছে—

শঙ্কর। শুধু ঐ কথাটাই আমি ভুলতে চাই কাকা—ভুলতে চাই

কেবল ঐটুকু—

শ্যামা। রাজাবাবু নেই, শিবু নেই। অত বড রুদ্র বংশের বলতে গেলে এখন তুমিই তো সব। তা তুমিও যদি এমনি করে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে—

শঙ্কর। ক্ষমা করবেন কাকা। এই অভিশপ্ত বংশ ও তার জমিদারীর পরে বিন্দুমাত্রও আমার লোভ নেই।

শ্যামা। কি যে বল? রুদ্র বংশ যে কত বড বংশ—

শঙ্কর। রুদ্র বংশ! যত শীঘ্র এ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ততই মঙ্গল। যখনই মনে পড়ে এই বংশের সন্তান আমি—ঘৃণায় লজ্জায় মাথা আমার মাটিতে মিশিয়ে যায়। না! না আপনি বুঝতে পারবেন না কাকা কত বড় দুঃখে—

শ্যামা। কি জানি বাবা। তবে আমিও তো বৃদ্ধ হয়েছি। এতকাল প্রাণ দিয়ে তোমাদের সব কিছু আগলে এসেছি এবারে আমাকে তোমরা বিদায় দাও!

শঙ্কর। সে কি কাকা। জমিদারী যায় যাক্। কিন্তু আপনি না থাকলে এই নির্বান্ধব পুরীতে মাকেই বা কে দেখবে। আমি তো ভেবে-ছিলাম, আশাও করে এসেছিলাম মাকে এবারে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাবো তা তিনি এ বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়বেন না একেবারে স্থির-প্রতিজ্ঞ।

[সগুস্নানান্তে শুভ্র গরদের থান পরিহিতা সুভদ্রার প্রবেশ]

সুভদ্রা। শঙ্কর, তাহলে আজ সকালে যাওয়াই তোমার স্থির?

শঙ্কর। হ্যাঁ মা। রঘুকে মাঝির ওখানে পাঠানো হয়েছে তো?

সুভদ্রা। হ্যাঁ।

শ্যামা। রাণীমা! আপনিও শঙ্করকে থাকবার জন্য বলবেন না?

[সুভদ্রা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন, শ্যামাচরণের প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না।]

তাহলে এমনি করেই সব ভেসে যাবে?

সুভদ্রা। যা যাবার তাকে আপনি বা আমি জোর করে ধরে রাখতে চাইলেই তো কিছু আর ধরে রাখতে পারবো না ঠাকুরপো। আপনি যান্, দেখুন রঘুকে মাঝির ওখানে পাঠিয়েছি সে ফিরল কি না? অনেকটা পথ নৌকায় যেতে হবে—

[নত মস্তকে নিঃশব্দে শ্যামাচরণ কক্ষ ত্যাগ করলেন]

শঙ্কর। চল মা তুমি আমার সঙ্গে। মিথ্যে কেন তুমি আর একা একা এমনি করে এই অভিশপ্ত পুরীতে পড়ে থাকবে?

সুভদ্রা। তা হয় না শঙ্কর। আমার শ্বশুরের ভিটেতে আমি বেঁচে থাকতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলবে না—

শঙ্কর। শ্বশুরের ভিটেতে সন্ধ্যা-প্রদীপ। কবরে প্রদীপ নাই বা আর জ্বললো মা।

সুভদ্রা। শঙ্কর!

শঙ্কর। বল মা?

সুভদ্রা। একটা কথা তুমি মনে রাখলে সুখী হবো—যতদিন না তোমার মন থেকে এই বাড়ি ও বংশের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা আনতে পারো ততদিন আমার নির্দেশ রইলো এই পবিত্র ভিটেতে তুমি আর পা দেবে না।

শঙ্কর। মা।

সুভদ্রা। হ্যাঁ। মনে রেখো তুমি আমার সন্তান হলেও তিনি আমার স্বামী।

শঙ্কর। কিন্তু তুমি জান মা কত বড় আঘাতে সন্তানের সমস্ত মন

তার নিজের বাপের প্রতি এমনি পাথর হয়ে যায়।

সুভদ্রা। তোমার যুক্তি তোমারই থাক। জেনো এই আমার আদেশ—[শঙ্কর যেন নিশ্চল পাষাণের মতই নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। সুভদ্রা কক্ষ ত্যাগ করবার জন্য খোলা দ্বারপথের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে—]
কাল রাত্রে তো কিছুই খাওনি। ঠাকুরের রান্না হয়ে গিয়েছে। তোমার সময় হলে ভিতরে এসো। [প্রস্থানোদ্যত]

শঙ্কর। ক্ষিদে আমার নেই মা। খাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

সুভদ্রা। [ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে স্তব্ধ ভাবে চেয়ে থেকে] তা হোক। উপবাসী তোমাকে আমি এভাবে বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারি না।

[কথাটা শেষ করে এবং কোনরূপ উত্তরের প্রত্যাশা না করে কক্ষ হতে বের হয়ে গেলেন। অন্য দ্বারপথে সীতা কক্ষে এসে প্রবেশ করল।]

শঙ্কর। কে?

সীতা। আমি সীতা। তুমি তাহলে আজই চলে যাচ্ছো?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

সীতা। মনে কিছু করো না শঙ্করদা। একটা কথা তোমাকে আমি না জিজ্ঞাসা করে পারছি না।

শঙ্কর। বল।

সীতা। মার কি ব্যবস্থা করে যাচ্ছো?

শঙ্কর। কি আর করতে পারলাম সীতা। তিনি আমার সঙ্গে কিছুতেই যাবেন না। তুমি রইলে—যদিও এ অনুরোধটুকু তোমাকে জানাবার অধিকার আজও আমার আছে কিনা জানি না।

সীতা। সে কথা থাক। কিন্তু আমিই বা আর কদিন।

শঙ্কর। ওকথা বলছো কেন সীতা। তুমি কি—

সীতা। [মৃদু হেসে] আমি যে চিরদিনই এখানে থাকব, কোন্ অধিকারে বল তো ?

শঙ্কর। অধিকার ?

সীতা। হ্যাঁ।

শঙ্কর। কেন, যে অধিকারে একদিন এ বাড়িতে এসেছিলে ?

সীতা। না শঙ্করদা। তা আর হয় না। যেখানে সত্যিকারের কোন দাবিই নেই সেখানে মিথ্যে একটা মনগড়া দাবি খাড়া করে নিজের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করবার মত বিড়ম্বনা আর কি আছে বল তো!

শঙ্কর। সে দাবির কথা যদি ছেড়েই দিই—এ বাড়ির স্নেহ কি তুমি পাওনি ?

সীতা। মিথ্যা বললে নরকেও আমার স্থান হবে না শঙ্করদা। কিন্তু স্নেহকেই কি পীড়ন করা চলে ? থাক সে কথা। তুমি হয়ত জান না, আমি চাকরি নিয়েছি, শীঘ্রই জয়েন করবো।

শঙ্কর। চাকরি! চাকরি করবে তুমি ?

সীতা। তা ছাড়া উপায় কি বল। বেঁচে থাকতে হলে দেহের লজ্জা পেটের ক্ষুধা, এ দুটোকে অন্তত মানতে তো হবেই। এই বেলা তাই নিজের একটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা না করে নিলে—

শঙ্কর। সত্যি ? এ কথা তোমার সত্যি সীতা ?

সীতা। বা রে। কতকাল আর অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকবো ? যাহোক দুটো পাস যখন করেছি—

[কক্ষ ত্যাগ করবার জন্য সীতা পা বাড়ায়]

শঙ্কর। যেও না সীতা। একটা কথা।

সীতা। বল ?

শঙ্কর। অবশ্য বলবার অধিকার আর আমার আছে কিনা জানি না

তবু—

সীতা। বলই না। অত কিন্তুই বা কিসের—

শঙ্কর। বল যদি কোনদিন আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন হয় অন্তত আমাকে তুমি স্মরণ করবে? অভিমান করে মুখ বুজে থাকবে না।

সীতা। অভিমান! কিন্তু কেন বল তো? নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবো।

শঙ্কর। জানাবে? সত্যি তুমি জানাবে সীতা? তুমি, তুমি তাহলে এখনো একেবারে আমায় ত্যাগ করোনি।

সীতা। ত্যাগ। গ্রহণই যেখানে নেই সেখানে আবার ত্যাগ কিসের? সীতা আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়। এ বাড়ির ঋণ সে কোন-দিনই শোধ করতে পারবে না।

[নেপথ্যে সুভদ্রার ডাক শোনা গেল : সীতা।]

সীতা। মা ডাকছেন। খাবে চল শঙ্করদা।

শঙ্কর। তুমি যাও সীতা, মাকে গিয়ে বল ক্ষিধে আমার নেই। তাছাড়া শরীরটাও ভাল নেই।

সীতা। [উদ্বিগ্ন কণ্ঠে] শরীর ভাল নেই। আজকের দিনটা না হয় থেকেই—

শঙ্কর। [করুণ হেসে] না সীতা, তা হয় না।

সীতা। জোর অবিশ্যি আমি করছি না তবে যাহোক দুটি খেয়ে যেতে পারতে। শেষ রাতে নিজেই উনুন ধরিয়ে মা তোমার জন্য রেঁধেছেন। না খেলে মার মনে সত্যিই হয়ত বড় আঘাত লাগবে।

শঙ্কর। আঘাত। না সীতা তুমি তাহলে আজও আমার মাকে চেননি। ছোটবেলায় পড়েছিলাম ঋষিশাপে গৌতমী নাকি পাষাণে

পরিণত হয়েছিলেন ; জানি না মা আমার কার শাপে এমনি পাথর হয়ে গিয়েছেন। তুমি যাও—

[সীতা চলে গেল]

ভুল। আমারই ভুল। একুশ বছরের ব্যবধান—সত্যিই তাকে বোধ হয় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না ; কিন্তু আমার সেই মা। যাকে এই একুশ বছরের প্রতিটি দিন ও রাত্রে প্রণাম জানিয়েছি। দীর্ঘ দিনের আকুল পিপাসা নিয়ে ছুটে যাকে দেখতে এলাম ; সমস্ত লজ্জা ও গ্লানিকে একপাশে ঠেলে রেখেও যাকে একটিবার চোখের দেখা দেখবার জন্য দু দিনের পথ পাড়ি দিয়ে এলাম—মা, আমার সেই মা।

[নেপথ্যে রঘুর গলা শোনা গেল : দাদাবাবু—]

কে? কে রে? রঘু! আয়—

[রঘুর প্রবেশ]

রঘু। রতন মাঝি ঘাটে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করতেছে। সকাল সকাল না রওনা হতে পারলি জাহাজ ধরবার পারবা না।

শঙ্কর। আমি প্রস্তুত রঘু। তুই ঐ সুটকেশ আর বিছানাটা নিয়ে নৌকায় যা। আমি আসছি।

[বিছানা ও সুটকেশ নিয়ে রঘু প্রস্থানোদ্যত হতে]

রঘু। আকাশ ভাল মনে হতিছে না দাদাবাবু—আজ থাইকা গেলেই পারতা।

শঙ্কর। না—তুই নিয়ে যা ওগুলো—

রঘু। যাবাই—

শঙ্কর। হ্যাঁ, আর অমনি যাবার পথে মাকে একবার ডেকে দিয়ে যা।

[রঘুর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে খোলা জানালা পথে বিদ্যুতের নীল আলো ঝলক হেনে গেল। শোনা গেল মেঘের গুরু গুরু ডাক হাওয়ার সন্‌সনানি। প্রচণ্ড একটা ঝড়বৃষ্টি আসছে তারই পূর্বাভাস। নায়েব শ্যামাচরণ কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। শঙ্কর তখন খাটের বাজু থেকে কোটটা নিয়ে গায়ে দিচ্ছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে।]

শ্যামা। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ শঙ্কর। ভয়ানক একটা ঝড়বৃষ্টি আসছে। এই দুর্যোগ মাথায় করে আজকের দিনটা না গেলে কি চলতো না বাবা ?

শঙ্কর। না। আর আমাকে বাধা দেবেন না কাকা। যেতে আমাকে হবেই—আজই।

[অকস্মাৎ এমন সময় কড় কড় শব্দে কোথায় যেন বাজ পড়লো। বিদ্যুতের চকিত আলোয় সমস্ত কক্ষ মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। খোলা জানালা পথে দেখা গেল বৃষ্টির ধারা।]

শ্যামা। এই দুর্যোগে কুকুর বিড়াল বাড়ি হতে বের হয় না শঙ্কর।

[সীতার প্রবেশ]

সীতা। দেখছো কি ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো শঙ্করদা—আজকের দিনটা থেকে যাও।

[সুভদ্রা কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।]

শঙ্কর। [মায়ের পায়ের কাছে এগিয়ে এসে প্রণাম করতে করতে] তবে যাচ্ছি মা।

[নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মতই সুভদ্রা দাঁড়িয়ে কেবল পুত্রের মাথায় হাত রাখেন। শঙ্কর অতঃপর এগিয়ে গিয়ে শ্যামাচরণের পদধূলি নেয়।]

চলি তবে কাকা।

[শ্যামাচরণও নিশ্চুপ। শঙ্কর যাবার জন্য এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আবার বজ্রপাতের শব্দ। ঝোড়ো হাওয়ার সন্‌সনানি, মেঘের ডাক, বিদ্যুতের ঝলকানি।]

শ্যামা। [চেঁচিয়ে] ওকে ফেরান বৌরাণী। এই ভয়ানক দুর্যোগে যেতে দেবেন না। ওকে ডাকুন। শঙ্কর—

[সুভদ্রা তথাপি নিশ্চুপ। বাইরের তাণ্ডব যেন তার বক্ষের মধ্যেও শুরু হয়েছে। একদিকে স্বামী একদিকে পুত্র। কিন্তু সীতা ছুটে গিয়ে শঙ্করের পথ আগলায়।]

সীতা। না। তোমাকে যেতে দেবো না শঙ্করদা। এই ভয়ানক দুর্যোগে তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। না—

শঙ্কর। পথ ছাড় সীতা। সরে দাঁড়াও—

সীতা। [দৃঢ় কণ্ঠে] না। পথ আমি ছাড়বো না। যাওয়া তোমার হবে না।

শঙ্কর। সীতা।

[কড কড় কডাৎ আবার বজ্রপাত হলো প্রচণ্ড শব্দে। বিদ্যুতের আলোয় চোখ ঝলসে গেল। ঝড়বৃষ্টির ভয়াবহ তাণ্ডব ঐ সঙ্গে music। এতক্ষণ পরে সুভদ্রা কথা বললেন—]

সুভদ্রা। ওকে যেতে দাও সীতা।

সীতা। [চেয়ে] মা।

শ্যামা। [চেঁচিয়ে] বৌরাণী।

সুভদ্রা। না। ও যাক। ও যাক।

[শঙ্কর অতঃপর সীতাকে একপ্রকার জোর করে ঠেলে সরিয়ে দরজা পথে বের হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব যেন আরও বৃদ্ধি পায়। মুহুর্মুহু বজ্রপাত। বিদ্যুতের আলো। শঙ্করের পিছু পিছু সীতাও খোলা দরজা পথে ছুটে যায়।]

সীতা। শোন শঙ্করদা। শোন। যেও না—ফেরো। ফেরো—

[সীতাও দরজা-পথে অদৃশ্য হলো। মঞ্চের পরে ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। প্রায় অন্ধকার মঞ্চ। হাওয়ার সন্‌সনানি, মেঘের ডাক,

বজ্রপাত। বিদ্যুৎ চমক। তার মধ্যেই বারেকের জন্য বিদ্যুতের আলোয় জানালা পথে শিবশঙ্করের মুখটা দেখা গেল এবং সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে মাইকে একটা অট্টহাস্য জেগে উঠলো হাঃ হাঃ হাঃ। শ্যামাচরণ চেঁচিয়ে ওঠেন: কে? কে? যবনিকা নেমে আসে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাঞ্চনপুরের বাগান বাড়ির একটি নিভৃত কক্ষ। কক্ষটির এক কোণে একটি মোমবাতি জ্বলছে। তারই আলোয় স্বল্পালোকিত কক্ষের দেওয়ালের স্থানে স্থানে চুন বালি ঝরে পড়েছে, জীর্ণতা ও দৈন্যের আভাস দেয়। কক্ষের মধ্যে আলো বাতাস প্রবেশের একটি মাত্র গবাক্ষ তাও উঁচুতে, একটি মাত্র দরজা, ভেজানো। একপাশে একটি খাটিয়ার উপরে—একটি কম্বল বিছানো। একধারে একটি মাটির কুঁজো তার উপরে একটি এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। দড়ির আলনায় খান দুই জীর্ণ বসন ঝুলছে। মাটিতে লোহার টোপ ঢাকা আহার্য স্পর্শিত হয়নি। শিবশঙ্কর অস্থির পদে কক্ষের মধ্যে পায়চারি করছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ভেজানো দরজা ঠেলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুভদ্রা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। পদশব্দে চমকে ফিরে তাকালেন শিবশঙ্কর।]

শিব। কে! বৌরাণী। ~~Stand you a while apart~~। এ প্রেতের কক্ষে পদসঞ্চার কেন বৌরাণী। ~~প্রেত + প্রেতের ন্যায় আচরণ + প্রেতের ন্যায় বিচরণ~~। ভয় করে না তোমার।

সুভদ্রা। এ সময়ও ঘরের মধ্যে কেন? চারিদিক এখন নির্জন, চল বাইরে। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে।

শিব। কি বললে জ্যোৎস্না? জান সুভদ্রা, আকাশ প্লাবিত করে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রেও নেমেছিল জ্যোৎস্নার বন্যা। কিন্তু আমার সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে যেন শুধু নিকষ অন্ধকার। উঃ সে কি অন্ধকার! আজও সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে রয়েছে আমার সেই অন্ধকার। এ অন্ধকারের শেষ হবে না। আলো কি আসবে না? আলো! আলো।—

[সহসা যেন শিবশঙ্করের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আত্মগত ভাবে, স্খলিত কণ্ঠে]

No! No—don't stare at me! দয়া করো—have mercy! পারছি না, আর সহ্য করতে আমি পারছি না। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে দিনে রাতে এই যন্ত্রণা—

সুভদ্রা। ওগো। একটু স্থির হও। একটু—

শিব। কি বললে স্থির হবে। আচ্ছা বলতে পার বৌরাণী এরই নাম কি তুষানল। এই জীর্ণ পাঁজরের তলে দিবানিশি জ্বলছে রাবণের চিতার মত। মতিভ্রম। মতিভ্রম হয়েছিল আমার, নচেৎ আমি এমনি করে এসে আত্মগোপন করবো কেন? মৃত্যুকে ত কোনদিন আমি ভয় করিনি বড়বৌ তবে একি করলাম আমি। একি করলাম—

সুভদ্রা। এমনি করে না থেকে আগের মত পড়াশুনা নিয়ে থাকলেও ত পার—দিনরাত্র এই চিন্তা থেকে রেহাই পাবে।

শিব। না আর পড়াশুনা নয়, অনেক পড়েছি কিন্তু কি ফল হলো বিরাট একট আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন নিমেষে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সুনন্দা, কালিকা—বায়রণ। বায়রণের কবিতার collectionটা লাইব্রেরী ঘর থেকে একবার নিয়ে আসতে পার বৌ? কতদিন, কতদিন বায়রণ—কিটস্ প্রভৃতি নি। ঐ দেখ। আসল প্রয়োজনীয় সংবাদটা

এখনো নেওয়া হয়নি। ~~Has he left my house?~~ চলে গেছে?—

সুভদ্রা। কার কথা বলছো?

শিব। তোমার রত্নেশ্বর। তোমার Civilian পুত্র।

সুভদ্রা। চলে গেছে।

শিব। উঃ, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। শিবশঙ্কর রুদ্রের এক ছেলে হলো Civilian-বিচারক। আর একজন—শিবনাথ। আমার শিবনাথ। পেলে না আর তার সংবাদ, না? কেউ বলতে পারলে না? হারিয়ে গেল—

সুভদ্রা। কিছুতেই কি তাকে তুমি ক্ষমা করতে পার না?

শিব। ক্ষমা। হ্যাঁ পারি। পারি যদি—

সুভদ্রা। যদি—

শিব। যদি একবাটি বিষ তার মুখের সামনে তুমি তুলে ধরতে পারো। [হাঃ হাঃ করে শিবশঙ্কর হেসে উঠলেন] but I know, পারবে না তুমি। কিন্তু পারতে, পারতে তুমি যদি সেই অতীতের সুভদ্রাই থাকতে। শিবশঙ্কর মরেছে, সুভদ্রাও মরেছে। পড়ে আছে শুধু আজ অতীতের দুটো কঙ্কাল।

সুভদ্রা। একি! এখনো তুমি খাওনি? কখন খাবার রেখে গিয়েছি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

শিব। খেয়েছি। অনেক খেয়েছি। আর খেতে পারি না—[লাথি দিয়ে আহার্যের পাত্র ছড়িয়ে দেন শিবশঙ্কর] বিষ! বিষ—গলা দিয়ে আর নামে না। নামতে চায় না। তুমি যাও বৌরাণী।

সুভদ্রা। [তাড়াতাড়ি শাড়ীর আঁচলের তলা হতে একটা বিবর্ণ ফটো বের করে] তুমি শিবুর ফটো একটা চেয়েছিলে এই দেখ—

শিব। কই দেখি! দেখি—দাও! দাও—

[ফটোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে মোমবাতির আলোয় ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে]

সুকুমার তরুণ কিশোর। শিবু। আমার শিবনাথ, কিন্তু এ অগ্নিশিখা ত নিভবার নয়। এ যে রুদ্রভৈরব। জলে জলে একদিন আপনা হতে না নিভলে ত কারো শক্তি নেই একে নিভায়।

[শিবশঙ্কর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। ফটোটার দিকে নির্নিমেষে চেয়েই থাকেন। আবার একসময় বলতে শুরু করেন—]

কালের রথচক্রের কি দুর্মদ গতি। পিতামহের পিতামহ পিনাকী-শঙ্কর রুদ্র ছিলেন সুরাসক্ত তান্ত্রিক। একশত আটটা ব্রাহ্মণ শিশুকে বলি দিয়ে অষ্টধাতুর কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

[শিবশঙ্করের কথায় সুভদ্রা শিউরে উঠলেন]

শিউরে উঠছো বৌ! তার পুত্র করালীশঙ্কর নরশোণিতের ধারায় ঢেলে দিতেন বোতল বোতল সুরা। কত সতী নারী তাঁর কামনার অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু তারপর—

[একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন]

রুদ্রশঙ্কর রুদ্র পাপ ও দুষ্কৃতির মধ্য থেকে যেন নবজন্ম নিলেন। নীল বিদ্রোহের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ফিরিঙ্গীর গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। তাঁর পুত্র ধূর্জটিশঙ্কর বাপের পথই বেছে নিলেন। সিপাই বিদ্রোহের সময় সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিলেন। আমার বাবা ইংরাজের বিরুদ্ধতা করে এসেছেন চিরদিন। এত করেও কি রুদ্রবংশের পাপের শেষ হলো না। একশত আট নরবলির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো না?

সুভদ্রা। রাত অনেক হলো, এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি।

শিব। ঘুমোবো! কত বিনিদ্র রজনী—হ্যাঁ ঘুমোবো!

[ধীরে ধীরে ক্লান্ত শিবশঙ্কর শয্যায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলেন। চক্ষু দুটি মুদ্রিত হয়ে এল। সুভদ্রা স্বামীর রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। চোখ বুজে শিবশঙ্কর আবৃত্তি করেন]

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে
শান্তি সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে ॥
[ধীরে ধীরে মঞ্চে অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বেলা আটটা হবে। পাটনায় নবনিযুক্ত জজসাহেব মিঃ শঙ্কর প্রসাদের বাংলো বাড়ির বৈঠকখানা ঘর। আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত। সোফা, কাউচ, সেটী, একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে শঙ্কর, পরিধানে ঢোলা পায়জামা, হাফসার্ট, বসে ঐদিনকার সংবাদপত্র পড়ছে। সামনেই একটি বেতের লাল টেবিলের ওপরে কিছু কাগজপত্র ও শূন্য একটি চায়ের কাপ, অ্যাসট্রে। খোলা দরজায় পর্দা ঝুলছে। নেপথ্যে ভিখারীর আবেদন শোনা যায়।]

ভিখারী। [নেপথ্যে] থোড়া ভিখ্ মিলে রাজা! থোড়া ভিখ্ মিলে—

শঙ্কর। [বিরক্ত কণ্ঠে] রামদেও! এই রামদেও—

[বেয়ারা রামদেওর প্রবেশ]

রামদেও। ম্যায়নে বোলায়া সাব্!

শঙ্কর। কেয়া করতে হো তুম্ লোক। শুন্‌তা নেহি বাহারে ভিখারী লোক উল্লুকা মাফিক চিল্লাতা হ্যায়!

রাম। হোজুর! বাত নেহি মান্‌তা! ম্যায়নে ত হাজার দফে বোলা এ জজ সাব কো কোঠি হ্যায়—ইধার ভিখ্ নেহি মিলেগা লেকেন—

শঙ্কর। দারোয়ান কিধার হ্যায়! ডাণ্ডাসে নিকাল দেনে বলো নেহি বাত মানেগা তো—

[খদ্দর পরিহিতা ২০।২১ বৎসরের সুশ্রী তরুণী—সুমিতা কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল। সঙ্গে তার উঁচু, বলিষ্ঠ গঠন, খদ্দর পরিহিত, মুখে ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি, সরু গোঁফ ও চোখে কালো চশমা এক যুবক—সোমনাথও প্রবেশ করল।]

সুমিতা। সুপ্রভাত মিঃ রুদ্র! এই সকাল বেলাতেই কার ঘাড়ে ডাণ্ডা চালাবার হুকুম হলো! আমাদের ঘাড়েই নয় ত--

শঙ্কর। [মৃদু হেসে] আসুন। আসুন সুমিতা দেবী, Good morning! আরে সোমনাথবাবু যে, তারপর কি খবর?

[কথা বলতে বলতে হঠাৎ সম্মুখে দণ্ডায়মান বেয়ারা রামদেওর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় চেঁচিয়ে ওঠে।]

You fool! ইধার খাড়া হ্যায় কিউ! শুনা হ্যায় কি নেই হামারা বাৎ।

[রামদেও যেতে উদ্যত হতেই সুমিতা তাকে বাধা দেয়—]

সুমিতা। যেও না রামদেও দাঁড়াও! জজসাহেবের কোঠি থেকে কোন প্রার্থী শুধু হাতে ফিরে গেলে তাতে করে তোমার সাহেবেরই বদনাম হবে। যাও বেচারীকে কিছু ভিক্ষা দিয়ে দাও—ও চলে যাবে খুশী মনে—

[রামদেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল]

শঙ্কর। এই ভিক্ষাবৃত্তি। এ দেশের সমস্ত সমাজের একটা কলঙ্ক। তাছাড়া ডাণ্ডার উজাড় করে দিলেও এ ভিক্ষাবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না সুমিতা দেবী।

সুমিতা। [মৃদু হেসে] মেনে নিলাম। কিন্তু সে চেষ্টা করেছেন কি কখনো ?

শঙ্কর। না। কারণ সেটা অপচেষ্টাই হবে মাত্র।

সোমনাথ। এরাও মানুষ মিঃ রুদ্র !

শঙ্কর। মানুষ ! এদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করে গোটা মানুষ জাতটাকেই আর ছোট করবেন না সোমনাথবাবু ! এত বড দেশটায় মানুষ বলতে সত্যিকারের আর কটা লোক আছে। Dead ! All dead !

সোমনাথ। মিঃ রুদ্র, ভুলে যাবেন না there is very little difference between hunger & anger ! হয়ত আপনার কথাই ঠিক তবে আর বেশী দেরিও নেই—

শঙ্কর। সত্যি !

সোমনাথ। হ্যাঁ। আজ এরা ভিক্ষা করলেও আর বেশী দিন হয়ত করবে না। যে হাতে তাদের আজ আপনারা ডাণ্ডা চালাচ্ছেন হয়ত একদিন আপনাদের হাতের সেই ডাণ্ডা তাদের হাতে গিয়েও পৌঁছাতে পারে।

শঙ্কর। Well ! শুনতে নেহাৎ মন্দ লাগছে না সোমনাথবাবু কথাগুলো আপনার। দেখুন দেশকে আমরাও ভালবাসি, দেশের স্বাধীনতা আমরাও চাই কিন্তু এইভাবে that is nothing but wild dream !

সোমনাথ। হতে পারে। তবে wild dream ও একদিন সত্য হতে পারে।

শঙ্কর। সেদিন অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো প্রাণ খুলে; কিন্তু এই সকালে হঠাৎ এ দীনের কুটীরে আপনাদের যুগল পদধূলি পড়লো কেন বলুন ত! তা ত কই এখনো পর্যন্ত বললেন না?

সুমিতা। বলতে দিচ্ছেন কই?

শঙ্কর। সত্যি! বলুন এবারে—

সুমিতা। পরশুদিনের ময়দানের মিটিংয়ে সূর্যপ্রসাদ চৌবেকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। অথচ আমরা জানি—সে মিটিংয়ে কেবল দর্শক ছিল মাত্র। ঘরে তার অসুস্থ মৃতপ্রায় স্ত্রী, একটি শিশু ছেলে, দেখবার একটা লোক পর্যন্ত নেই।

শঙ্কর। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি সুমিতা দেবী! দেশরক্ষা আইনে হয়ত তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—

সোমনাথ। [মৃদু আত্মগত কণ্ঠে] দেশরক্ষা আইনই বটে।

সুমিতা। লোকটা দু-এক দিনের জন্যও জামিনে যাতে খালাস পায় তার একটা উপায় আপনাকে করে দিতে হবে মিঃ রুদ্র। শিউশরণ দারোগার কাছে গিয়েছিলাম। বললে, উপরিওয়ালার strict order —জামিন হবে না।

শঙ্কর। তাই আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু কেন বলুন ত? আপনারা কি মনে করেন আজ কোন উপায়ে সূর্যপ্রসাদকে জামিনে খালাস করে আনতে পারলেই তার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের দুর্ভাগ্যটাকে লাঘব করতে পারবেন?

সোমনাথ। সমুদ্রের পিপাসা কি পুকুরের জলে মেটে মিঃ রুদ্র? তবু—

শঙ্কর। Sorry সোমনাথবাবু। এ ব্যাপারে অনুরোধ করবেন না আমায়। Mr. Aliceয়ের কাছে যান, S P.—সেই সব।

সুমিতা। Mr. Alice আপনার বন্ধু মিঃ রুদ্র।

শঙ্কর। Friendship আর administration দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস সুমিতা দেবী। No। It is practically impossible।

সোমনাথ। [হাতঘড়ির দিকে চেয়ে] উঃ! বেলা দশটা বাজে সুমিতা। আমি ত আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তুমি বরং রুদ্র সাহেবের সঙ্গে কথা বলো। আচ্ছা মিঃ রুদ্র চলি তবে। গরীবদের প্রতি একটু নজর দেবেন। আচ্ছা নমস্কার।

[সোমনাথ চলে গেল]

সুমিতা। মিঃ রুদ্র!

শঙ্কর। বলুন।

সুমিতা। সত্যি কি কোন উপায়ই নেই?

শঙ্কর। থাকলে নিশ্চয়ই আপনাকে এতবার অনুরোধ জানাতে হতো না।

সুমিতা। বিশ্বাস করুন মিঃ রুদ্র। সেদিনকার মিটিংয়ে চোবে সত্যিই দর্শকমাত্রই ছিল।

শঙ্কর। I appreciate your feelings সুমিতা দেবী। কিন্তু Sentimentয়ের ত কোন মূল্যই নেই।

সুমিতা। এ ব্যাপারটাকে একটা কেবল Sentiment বলেই আখ্যা দিতে চান মিঃ রুদ্র?

শঙ্কর। দেখুন সুমিতা দেবী, নামের পিছনে আমার যত বড় সরকারী লেজুড়ই থাক আসলে সেটাও গোলামীই। ছককাটা রাস্তা ধরে আমাদেরও চলতে হয়—

সুমিতা। মিঃ এলিস্‌কে কি?

শঙ্কর। [দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে] বেশ তাকেও আমি বলাবো, কিন্তু বলা মাত্র সার হবে এও আমি জানি।

সুমিতা। যা করবার আপনাকেই করতে হবে মিঃ রুদ্র। চেষ্টা করবেন, যদি একান্তই না কোন ফল হয় কি আর করা যাবে। ওঃ, ভাল কথা, দেখেছেন একটা জরুরী কথা একেবারেই মনে পড়েনি এতক্ষণ। মা আপনাকে আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের ওখানে একবার যেতে বলেছেন অবিশ্যি করে।

শঙ্কর। কি ব্যাপার হঠাৎ—

সুমিতা। ছোট বোন শ্রীমতী পুষির জন্মদিন আজ—সেই উপলক্ষে মা ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন করেছেন—

শঙ্কর। নিশ্চয়ই। শ্রীমতী পুষির জন্মদিন যেতে হবে বৈকি। যাবো—

সুমিতা। আচ্ছা চলি তাহলে নমস্কার।

[সুমিতা যেতে উদ্যত হতে শঙ্কর বাধা দিল]

শঙ্কর। এক মিনিট সুমিতা দেবী, একটা কথা।

সুমিতা। [ফিরে দাঁড়িয়ে] কী ?

শঙ্কর। Of course if you don't mind, ~~বন্ধু হিসাবে একটা অনুরোধ—~~

সুমিতা। অত সংকোচ করছেন কেন ? বলুন না ?

শঙ্কর। [একটু দ্বিধা করে] কথাটা আমাদের সোমনাথবাবু সম্পর্কে।

সুমিতা। কি রকম।

শঙ্কর। যদি অপরাধ না নেন ত বলি, don't encourage him too much.

সুমিতা। [মৃদু হেসে] মানে!

শঙ্কর। You know, he is a police suspect! একদিন হয়ত—

সুমিতা। মুশকিলে পড়তে হবে? [মৃদু হেসে] আচ্ছা ভেবে দেখবো। Thank you for the timely warning। আচ্ছা নমস্কার। [সুমিতা চলে গেল]

শঙ্কর। [মৃদু আত্মগত কণ্ঠে] সোমনাথ। Yes, he is a dangerous man। চোখে আগুন, কথায় ছুরির ধার। মনে হচ্ছে একদিন একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে। সোমনাথ।—

[বেয়ারা রামদেওএর প্রবেশ]

রাম। হুজুর! কোই সাহেবান আপকো সাথ্ মোলাকাত মাংতে হেঁ।

শঙ্কর। কে আবার সাহেব এলো? যা পাঠিয়ে দে।

[রামদেও চলে যায়, শঙ্কর টেবিলের কাগজপত্র নিয়ে বসল। একটু পরেই একজন কোট-প্যাণ্ট্ পরিহিত ভদ্রলোক প্রবেশ করে।]

অভিলাষ। Hallo! Good morning, Mr. Rudra.

শঙ্কর। Good morning! আরে কেও—আমাদের অভিলাষ না?

অভি। অভিলাষ gone with the wind! Say Mr. ডাটা!

শঙ্কর। ডাটা! পুরোদস্তুর একেবারে সাহেব? বেশ। বেশ। তা এখানে কি মনে করে, মানে পাটনায়?

অভি। বিশেষ একটা কাজে এসেছি। এসে শুনলাম তুমিই এখানকার জাজ্।

শঙ্কর। দাঁড়িয়ে কেন বোস। বোস—এতদিন কোথায় ছিলে? কি করছিলে?

অভি। That's a long story! আপাততঃ এখানে একটা এরোড্রোমের কণ্ট্রাক্ট্ নিয়ে এসেছি।

শঙ্কর। যুদ্ধের বাজারে কণ্ট্রাক্ট্! বেশ দু পয়সা কামাচ্ছো তা হলে বলো।

অভি। Yes, brain থাকলেই পয়সা আসে। Liquid money বুঝলে হে—যুদ্ধের বাজারে টাকার স্রোত বয়ে চলেছে, শুধু আঁজলা ভরে তুলে নাও ব্যস্। তোমাদের কে এক মুনী না ঋষি কি যেন বলে গেছেন, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, কথাটা বড় খাঁটি হে। তাই ত সব-ছেড়ে ছুড়ে কণ্ট্রাক্টারী ও চালের কারবার শুরু করেছি—

শঙ্কর। চালের কারবার ?

অভি। হ্যাঁ হে। মন প্রতি নিট্ কুড়ি টাকা লাভ।

শঙ্কর। বল কি !

অভি। Simple rule of three ভাই। একমণ চাল ইনটু আধমণ কাঁকড় ব্যস্। কিন্তু ভাই যেজন্য তোমার কাছে এসেছি, শুনলাম এখানকার পুলিসসুপার মিঃ এ্যালিস নাকি তোমার বন্ধু।

শঙ্কর। তাই কি !

অভি। এখানকার জেল ত আজকাল সরগরম। জেলের 'র'মাল সরবরাহ্ করবো। তোমার একটা সুপারিশ পত্র চাই মিঃ এ্যালিসের কাছে।

[সহসা আবার সুমিতা এসে কক্ষে প্রবেশ করে। শঙ্কর বিস্মিত হয়। ডাটা চেয়ে থাকে সুমিতার দিকে বিস্ময়ে।]

শঙ্কর। একি সুমিতা দেবী ! ফিরে এলেন যে ?

সুমিতা। পথে যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। এখানকার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার যোগজীবনবাবুকে এ্যালিস বিশেষ খাতির করে—যোগজীবনবাবুকে বললেও—

শঙ্কর। তাই বলবো, কোর্টেই ত দেখা হবে।

সুমিতা। আচ্ছা চলি। নমস্কার। [সুমিতা চলে গেল]

অভি। Passing dream ! Who is she ! Who is that angel রুদ্র।

শঙ্কর। এখানকার কলেজের ইংলিশের প্রফেসার ডাঃ বোসের মেয়ে।

অভি। I see! তা মিঃ এ্যালিস, কি যেন বললেন উনি—are we sailing on the same boat! চালের না এরোড্রোমের contract!

শঙ্কর। [মৃদু হেসে] না। কোনটাই নয়—

অভি। Thank god! হ্যাঁ যা বলছিলাম—

শঙ্কর। Sorry অভিলাষ। কাউকে সুপারিশ পত্র দেওয়া—আমায় ক্ষমা করতে হবে ভাই।

অভি। I see! [একটু থেমে] Well! Well—যাক্‌গে। কিছু টাকা খসবে দেখছি। হাজার পাঁচেক টাকার একটা ভেট্। Not so serious!

শঙ্কর। বল কিহে, তার মানে বলতে চাও ঘুষ!

অভি। ঘুষ! Don't utter that word! It sounds bad! No! rather say just an appreciation! O. K. আচ্ছা তবে চলি মিঃ রুদ্র। টা—টা।···

শঙ্কর। Bye! Bye! এই রামদেও অফিসে যাবো।

[অভিলাষ চলে গেল]

পোশাক দে—

[বলতে বলতে শঙ্করের প্রস্থান। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

[মঞ্চ ঘুরে যাবে]

তৃতীয় দৃশ্য

[পাটনা শহরের একটি সংকীর্ণ রাস্তা। সুমিতা হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা দিয়ে আসছিল একা একা, পিছনে পিছনে সোমনাথের প্রবেশ।]

সোমনাথ। সুমি। শোন। শোন।

সুমিতা। [ঘুরে দাঁড়িয়ে সোমনাথকে দেখতে পেয়ে] একি। সোমনাথ! তুমি যাওনি কদমকুঁয়ায়?

সোমনাথ। না। এই পথ দিয়েই তুমি যাবে জানতাম। তাই তাই বিজনের বাড়ির বাইরের ঘরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এত দেরি হলো যে?

সুমিতা। হ্যাঁ আবার জজসাহেবের কুঠীতে ফিরে গিয়েছিলাম যোগজীবনবাবুর কথা বলতে। কিন্তু কি ব্যাপার বল ত?

সোম। তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো বলে দাঁড়িয়ে আছি।

সুমিতা। ক্ষমা!

সোম। হ্যাঁ। মিঃ রুদ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন মনে হলো আমি ওখান হতে চলে এলে বোধ হয় সুবিধা হবে—

সুমিতা। সোমনাথ।

সোম। রাগ করো না সুমিতা, জান ত চিরদিনের সুবিধাবাদী আমি। তোমার ওপরে রুদ্র সাহেবের দুর্বলতার সুযোগে—

সুমিতা। সোমনাথ, তোমার প্রাণ বলে কি কোন কিছুই আর নেই—

সোম। ঐ দেখ, গলার স্বর জড়িয়ে ফেললে। No! No my dear comrade, sentiment ও-বড় ছোঁয়াচে রোগ। তাছাড়া

এতে লজ্জা বা দুঃখেরই বা কি আছে? কার্যোদ্ধার করবার জন্য সামান্য ওটুকু যদি দেশ তোমার কাছে চায়ই দিতে পারবে না মিতা? দেশের যৌবন কি এতই রুগ্ন!

সুমিতা। আমি জানি তোমার কাছে আমার প্রয়োজন ওর চাইতে এক কণাও বেশী নয়।

সোম। এও তোমার ভুল। তাছাড়া ভুলে যাচ্ছোই বা কেন দেশ থেকেও আমি পৃথক নই। কিন্তু যাক্ সে কথা। রুদ্র সাহেব শেষ পর্যন্ত কি বললেন বল।

সুমিতা। যোগজীবনবাবুকে দিয়ে মিঃ এ্যালিসকে উনি চোরের জামিনের জন্য বলবেন বলেছেন—

সোম। হ্যাঁ। That would be very nice! যোগজীবন বাবুর সঙ্গে এ্যালিসের খুব খাতির। ভালই হলো—

[হঠাৎ এমন সময় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায়, গায়ে হাফ শার্ট ও মালকোছা এঁটে কাপড় পরা ১২।১৩ বৎসরের কিশোর অশোকের প্রবেশ।]

আরে। একি, অশোক ভাই যে?

অশোক। জিতুদার ওখানে গিয়ে শুনলাম তুমি রুদ্র সাহেবের বাংলোতে এসেছো—তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

সোম। কেন ভাই?

অশোক। ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক সোমনাথদা, বাঁশী বাজানো আমি ছেড়ে দিলাম—

সোম। বাঁশী বাজানো ছেড়ে দিলে? কেন ভাই? বাঁশী ছেড়ে দাও এমন কথা ত কোন দিনই তোমায় আমি বলিনি ভাই।

অশোক। কেন, তুমি বলনি বাঁশীর চাইতে অসি বড়।

সোম। পাগ্‌লা ছেলে। তাই বলে কি বাঁশীর প্রয়োজন নেই। না ভাই, বাঁশী ত তোমার ছাড়া হবে না। বাজাও তোমার বাঁশী। বাঁশীর সুরে ডাক দাও সেই মহারুদ্রকে। বজ্র ভয়ঙ্করকে। [সস্নেহে সোমনাথ অশোককে বুকে টেনে নিল।]

অশোক। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় যে বাঁশীটা আমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

সুমিতা। তাতে কি! তোমার সেই খোঁড়া বাঁশীওয়ালা বন্ধু, তার কাছ থেকে আজই আর একটা কিনে নিও—

সোম। হ্যাঁ, বাঁশী তোমায় বাজাতেই হবে অশোক। তুমি হবে আমাদের চারণ কবি। বাঁশী কি ছাড়তে আছে পাগল। তাকে বিষের বাঁশী করে তোল, জাগিয়ে তোল চল্লিশ কোটি মানুষের ঘুমন্ত বিষ-ফণাকে। তুমি বাজাবে বাঁশী, সত্যেন বীণা, রামপদ একতারা— বাংলার চারণ বাউলের দল দেবে প্রেরণা, দেবে উৎসাহ। চল। আজ আমি নিজে তোমায় দেবো বাঁশী কিনে। এস মিতা—

[সকলের প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে, কিছুক্ষণ যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে বিরতি।]

চতুর্থ দৃশ্য

[যন্ত্রসঙ্গীত চলতে থাকবে, ক্রমে আলোকিত হবে রঙ্গমঞ্চ। প্রফেসার ডাঃ বসুর বাড়ির বাইরের ঘর। আজ এ বাড়িতে শ্রীমতী পুষির জন্মতিথি উৎসব। সাধারণ লতায়-পাতায় ঘরটি সাজানো হয়েছে, দু-চারটি জাপানী ফানুষ ঝুলছে। দশ বছরের মেয়ে পুষি পেচিয়ে পেঁচিয়ে পরেছে একখানা লাল সিল্কের শাড়ী, মাথায় ফুলের মুকুট। তিন চারটি তরুণী সেজেগুজে দুখানা সোফায় বসে গল্প করছে। একধারে একটা সোফার পরে মোটা চেহারার প্রফেসার-পত্নী মিসেস বসু, সাজসজ্জায় সজ্জিত, একটা হাতপাখা হাতে অবিরত হাওয়া খাচ্ছেন, স্বামীর সঙ্গে মিসেস্ বসুর কোনদিন মিল হয়নি। মিসেস্ বসুর খুবই ইচ্ছা তাঁর বি-এ ক্লাসের ছাত্রী বড মেয়েটি সুমিতার সঙ্গে আজ শঙ্করপ্রসাদের বিবাহ দেন। চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু সুমিতা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অদ্ভুত এক মেয়ে। সোমা ও রমা সুমিতার বন্ধু ঘরে এসে প্রবেশ করল।]

মিসেস্ বসু। এই যে রমা সোমা এস।

[রমা সোমা উভয়ে হাত তুলে নমস্কার জানায় মিসেস্ বসুকে]

সোমা। এই যে পুষি যে। এলো—

~~[পুষি এগিয়ে আসে। রমা একটা ডল ও সোমা একটা বাক্স পুষির হাতে দেয়]~~

~~রমা-সোমা।~~ তোমার ~~জন্মদিনের present।~~

~~[পুতুলটা হাতে নিয়ে]~~ বাঃ। কি ~~সুন্দর ডলটা দেখ মাসি।~~

রমা। সুমিকে দেখছি না, সে কোথায় মাসীমা?

মিসেস্ বসু। [বিরক্তি কণ্ঠে] কে জানে। কোন্ দেশটা উদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন। বাড়িতে ~~এক~~ মুহূর্তও থাকে কি! যেটা নিজে না দেখবো—

[মিসেস্ বসুর ভাই হারাধনের প্রবেশ। হারাধন হাসিখুশী মানুষ, হারুমামা নামেই পরিচিত সবার কাছে। লেখাপড়া বিশেষ করেনি, সাদাসিধে, উচিত্ত বক্তা। ঝোলা প্যাণ্ট, একটা ঝোলা কোট ও টাই পরিধানে। 'বিশেষ রকম' কথাটি হারুর মুদ্রাদোষ বিশেষ।]

হারু। এই যে দিদি। বিশেষ রকম একটা কাজের যোগাড় করে ফেললাম—

মিসেস্ বসু। হ্যাঁ, লোকেদেরও আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোমায় দেবে কাজ!

হারু। ঐ ত তোমার দোষ দিদি। সব ব্যাপারেই তোমার বিশেষ রকম কি একটা যে অবিশ্বাস—

মিসেস্ বসু। থাক্ হয়েছে, তা—তোমার ভাগ্নীটা কোথায়? সুমি?

হারু। নিশ্চয়ই বিশেষ রকম কোন একটা কাজে ব্যাপৃত আছে!

মিসেস্ বসু। হ্যাঁ, কাজ ত তোমাদের মামা-ভাগ্নীর কত। কেবল টো টো করে ঘোরা—

হারু। এটাও একটা বিশেষ রকম কাজ দিদি।

পুষি। মামা। তোমার সঙ্গে আমার আড়ি—

হারু। আড়ি! কেন রে?

পুষি। বারে। আমার জন্মদিনের present কই?

হারু। ওই যাঃ। একদম বিশেষ রকম forgotten। কিন্তু হাতীটা আসেনি?

পুষি। হাতী?

হারু। হ্যাঁ রে। একটা Elephant! আসামের জঙ্গল থেকে ধরতে পাঠিয়েছি যে।

পুষি। হ্যাঁ, ফাঁকি দিচ্ছ।

হারু। ফাঁকি নয় রে ফাঁকি নয়। দেখবি যখন বিশেষ রকম খাঁচায়

করে এসে হাজির হবে—

[হাসতে হাসতে সুমিতার প্রবেশ। তার সঙ্গে অশোক ও সীতার প্রবেশ।]

সুমিতা। কে খাঁচায় করে বিশেষ রকম ভাবে এসে হাজির হবে মামা ?

হারু। পুষির হাতী।

মিসেস্ বসু। এই যে। এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল শুনি ? জানিস্ পুষির জন্মদিন, বাড়িতে একটা পার্টির আয়োজন করেছি। এদিকে সময় বুঝেই আবার কাল রাত থেকে হার্টের প্যালপিটেশনটা—

হারু। ব্যস ব্যস্—বেশী কথা নয় দিদি। বেশী কথা নয়। বিশেষ রকম হার্টের প্যালপিটেশন্টা আবার—এখন কেমন feel করছো দিদি ?

[কটমট্ করে মিসেস্ বসু হারুর দিকে তাকান]

সুমিতা। [হাসতে হাসতে] কিন্তু আমি না থাকলেও ত কোন প্রকার ত্রুটি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই তুমি নিজেই সব করেছো, কি বল মা ?

হারু। তা বিশেষ রকম ব্যবস্থা যখন একটু-আধটু পর্যবেক্ষণ করতে হবে বৈকি।

মিসেস্ বসু। [কট্মট্ করে হারুর প্রতি তাকিয়ে] হারু, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা না দিয়ে ওদিকে গিয়ে একটু দেখবে কি ?

হারু। [ব্যস্ততার সঙ্গে] নিশ্চয়। নিশ্চয়—এখুনি যাচ্ছি। বিশেষ রকম করে দেখবো—

[বলতে বলতে হারু চলে গেল ভিতরে]

মিসেস্ বসু। শঙ্করকে বলতে বলেছিলাম, বলেছো ? না তাও ভুলে

বসে আছো ?

সুমিতা। বলেছি। [অতঃপর এতক্ষণ নির্বাক দণ্ডায়মান সীতার দিকে চেয়ে] এসো সীতা। এই আমার মা।

[সীতা এগিয়ে এসে নীচু হয়ে মিসেস্ বসুর পায়ের ধুলো নেয়]

মিসেস্ বসু। থাক্। থাক্ হয়েছে।

সুমিতা। এই এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের নূতন মিসট্রেস্ সীতা চৌধুরী, বি-এ। এসো সীতা এদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। [সীতাকে হাত ধরে জনে-জনের কাছে নিয়ে গিয়ে] এ ~~সোমা পালিত~~, রমা সান্যাল, ~~অনীতা দত্ত, মাধুরী দাশ, লীলা কর—আমার বান্ধবী এরা—~~

[পরিচয়ান্তে সীতা মিসেস্ বসুর পাশে এসে বসল]

মিসেস্ বসু। তুমিও দেখছি সুমির মতই। বিয়ে এখনো করো নি বুঝি ? তা মা-বাপ বেঁচে আছেন ত ?

সীতা। না মাসীমা। সে ভাগ্য হতে অনেক দিন আগেই বঞ্চিত হয়েছি—

মিসেস্ বসু। চাকরি করছো ভালই। স্বাবলম্বী হওয়া ভাল কথা। কিন্তু মেয়েছেলে বিয়ে না হলে—

সুমিতা। লক্ষ্মী মা। দোহাই তোমার, Matrimonial preachingগুলো আপাতত বন্ধ রাখো—

[এমন সময় শশব্যস্ত হারুর পুনঃপ্রবেশ]

হারু। এই যে দিদি। Taste করে দেখে এলাম, বিশেষ রকম তোমার সবই ঠিক। তবে তোমার গজানন মাংসটা যা একটু পুড়িয়ে ফেলেছে—আর কাট্‌লেটে নুনটাই যা বিশেষ রকম দেওয়া হয় নি—আর—

মিসেস্ বসু। সর্বনাশ করবে। এরা পথে বসাবে আমাকে। যেটা নিজে না দেখবো—

[বলতে বলতে অতি কষ্টে চেয়ার ছেড়ে মিসেস্ বসু ঘরের দিকে যান]

হারু। Exactly! বিশেষ রকম অন্যায়। Serious offence. কিন্তু একটু আস্তে দিদি, don't forget damaged heart! Very very dangerous!

রমা। হারুমামা is ever-jolly!

সোমা। ওসব কথা থাক্। আজ তোমাকে একটা গান গাইতে হবে সুমিতা।

লীলা। হ্যাঁ ভাই সুমিতা, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি।

সুমিতা। গান! গান ত আমি ভুলে গিয়েছি ভাই।

রমা। ওসব কোন অজুহাতই আজ শুনছি না। গান একটা গাইতেই হবে।

পুষি। গাও না দিদিভাই। সোমনাথদার সেই গানটা—মহা-মরণের সাগর পারে—

সোমা। সেই গানটাই গাও না হয়—

পুষি। হ্যাঁ দিদিভাই, গাও তুমি, আমি নাচি।

[একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সুমিতাকে গাইতে হলো। পুষি গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচে]

—গীত—

মহামরণের সাগর পারে
জীবনের জয় গান,
রক্ত মশালে আকাশের ভালে—
হের নব অভিযান।
শৃংখল ভাঙ্গা উৎসব আজি, মৃত্যু গহন রাত্রি
বিজুলি চমকে পথ লবে চিনে তিমির অন্ধ যাত্রী।
বাজিছে ডঙ্কা
মরণ শঙ্কা,
দিতে হবে বলিদান,
পুরব পথের কে আছো যাত্রী
এসো হও আগুয়ান।

[গানের মধ্যেই একসময় নিঃশব্দে ইতিমধ্যে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত শঙ্করের প্রবেশ। হাতে তার একটি বাক্স ও ফুলের গোছা একটা। এদিকে শঙ্করকে প্রবেশ করতে দেখেই সীতা একসময় সবার অলক্ষ্যে ঘর ছেড়ে উঠে যায়। শঙ্কর লক্ষ্য করে না। গান শেষ হতে সেই প্রথমে বলে।]

শঙ্কর। ~~Superb~~! Excellent! ~~অনেকদিন পর আপনার গান শুনলাম সুমিতা দেবী। Really, কি sweet গলা আপনার—~~

হারু। হ্যাঁ, বিশেষ রকম ঠিক যেন অবিকল শাকচুন্নীর কান্না—

[হারুমামার মন্তব্যে সুমিতা কোন জবাব দেয় না, কেবল মামার দিকে চেয়ে মুখভঙ্গী করে]

~~রমা। নমস্কার রুদ্র সাহেব। চিনতে পারছেন ত।~~

শঙ্কর। নিশ্চয়ই। নমস্কার। কেমন আছেন?

রমা। একরকম চলে যাচ্ছে।

[পাখা হাতে হাওয়া খেতে খেতে মিসেস্ বসুর প্রবেশ]

মিসেস্ বসু। এই যে শঙ্কর। এত দেরি হলো যে বাবা?

শঙ্কর। একটা জরুরী ব্যাপারে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম কাকীমা। একটু দেরি হয়ে গেল —এই যে পুষি। নাও—এটা তোমার জন্মদিনে শঙ্করদার উপহার—

[হাতের ভেলভেটের শোকেসটা খুলে একটা মুক্তোর মালা শঙ্কর পুষির গলায় পরিয়ে দেয়]

পুষি। বাঃ। কি চমৎকার মুক্তোর মালাটা দেখ মা!

মিসেস্ বসু। দেখি।—সুন্দর। সাচ্চা বলেই মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই অনেক দাম। এত খরচ করতে গেলে কেন শঙ্কর!

শঙ্কর। না। না—তেমন বিশেষ কিছুই নয়।

মিসেস্ বসু। শঙ্করদাকে তোমার প্রণাম করো পুষি।

[পুষি এগিয়ে গিয়ে শঙ্করকে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই তাকে বুকে টেনে নেয়]

শঙ্কর। আরে। আরে—থাক। থাক হয়েছে ভাই।

হারু। বাঃ, বিশেষ রকম মানিয়েছে পুষিকে। সেই যে কি বলে কিসে গলায় মুক্তার মালা।

পুষি। [কাঁদো কাঁদো] মা! দেখ না মামা আমায় বাঁদর বললে।

হারু। উঁহু—বিশেষ রকম ব্যাকরণ ভুল—বাঁদরী হবে।

[অকস্মাৎ এমন সময় অন্দরের দিকে কাঁচের কিছু ভাঙ্গার একটা প্রচণ্ড ঝন্ ঝন্ শব্দে সকলেই চমকে ওঠে। হারু মামা ছুটে যান সর্বাগ্রে ভিতরের দিকে—বলতে বলতে]

ব্যাপার কি! ব্যাপার কি!

মিসেস্ বসু। দেখ, দেখ সুমি কি হলো! সব বোধ হয় ভূতগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে শেষ করলে।

[সুমিতা যাবার জন্য পা বাড়াবার আগেই ঝড়ের বেগে হারুমামার পুনঃ প্রবেশ]

হারু। বিশেষ রকম একটা দুর্ঘটনা দিদি। কাঁচের প্লেটগুলো সব পড়ে চুরমার। ভগ্ন কাঁচস্তূপে চারিদিক আকীর্ণ—যেন বিহার আর্থ কোয়েকের ধ্বংসাবশেষ।

মিসেস্ বসু। না! যেটা নিজে না দেখবো—। এরাই আমায় ডোবাবে—

[সোফা হতে উঠে দ্রুত ঘরের দিকে অগ্রসর হন]

হারু। দাঁড়াও—দিদি এত দ্রুত নয়। তোমার হার্টের প্যাল-পিটেশন—damaged heart! বিশেষ রকম ভাববার কথা। আমি বরং smelling saltয়ের শিশিটা নিয়ে বিশেষ রকম তোমায় follow করি।

[বলতে বলতে হারুর দিদিকে অনুসরণ।]

রমা-সোমা। চল পুষি আমরা ওঘরে যাই—দেখি কি কি তুমি present পেলে। চল ~~লীলা, অনীতা, মাধুরী—~~

পুষি। ~~চলুন রমাদি~~।

[একমাত্র সুমিতা ও শঙ্কর ব্যতীত সকলেরই প্রস্থান। সুমিতাও যাচ্ছিল, শঙ্করের ডাকে ফিরে দাঁড়ায়]

শঙ্কর। সুমিতা দেবী।

সুমিতা। [ফিরে দাঁড়িয়ে] আমায় কিছু বলবেন মিঃ রুদ্র?

শঙ্কর [একটু ইতঃস্তত করে] যদি কিছু মনে না করেন ত—

[পকেট হতে ছোট একটি মরক্কো কেস্ বের করে, ডালা খুলতেই একটি পাথর বসানো চমৎকার আংটি বের হলো, আংটিটা হাতে নিয়ে—]

সামান্য এই—

সুমিতা। কি! আংটি?

শঙ্কর। হ্যাঁ—আপনার প্রতি আমার ছোট্ট প্রীতির নিদর্শনটুকু—

সুমিতা। প্রীতির নিদর্শন! আমার জন্য—আপনি একটু ভুল করেছেন রুদ্র সাহেব। আজকের এই প্রীতি উৎসবটা আমার জন্য নয়, পুষির জন্মদিন উপলক্ষে।

শঙ্কর। তা জানি সুমিতা দেবী। কিন্তু পুষির জন্য প্রেজেন্ট কিনতে গিয়ে শোকেসে হঠাৎ এই রক্ত-প্রবালের আংটিটা দেখে কেন জানি না আপনার কথাই—

সুমিতা। আমার কথাই মনে পড়লো বুঝি? মনকে সব সময় বিশ্বাস করবেন না রুদ্র সাহেব, কথায় বলে জানেন না, মন না মতি—

শঙ্কর। কিন্তু—

সুমিতা। উঁহু। ক্ষমা করবেন রুদ্র সাহেব।

শঙ্কর। আট-নয় মাস আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় সুমিতা দেবী। সেদিক দিয়েও কি সামান্য ছোট্ট এই দাবিটুকু আমার—

সুমিতা। ক্ষমা করবেন মিঃ রুদ্র। এ ধরনের sentimentএর কোন মূল্যই আমার কাছে নেই—

শঙ্কর। সুমিতা দেবী!

সুমিতা। না। আপনি ঠিক বুঝবেন না মিঃ রুদ্র। তাছাড়া পোড়া মাটিতে ত ফসল ফলে না। নিতান্তই পোড়া মাটির দেশের মেয়ে আমরা, স্বপ্ন আমরা দেখি না—excuse me!

[বলতে বলতে দ্রুতপদে সুমিতা চলে গেল এবং ঠিক ঐ সময় অন্য দ্বারপথে সীতা এসে ঘরে ঢুকল।]

সীতা। ভাল আছো ত শঙ্করদা!

শঙ্কর। [চমকে] কে! একি সীতা? তুমি—তুমি এখানে—?

সীতা। হ্যা, মাসখানেক হলো কলকাতার চাকরি ছেড়ে এখানে স্কুল মিস্‌ট্রেসের চাকরি নিয়ে এসেছি। কিন্তু কী হলো? সুমিতা আংটি নিলেন না বুঝি?—

শঙ্কর। য়ঁ্যা। না—হ্যাঁ। আমি—আমি যাই।

[দ্রুত স্খলিতপদে শঙ্কর চলে গেল। অন্য দ্বারপথে মিসেস্ বসুর প্রবেশ]

মিসেস্ বসু। শঙ্কর! একি! শঙ্কর কোথায়?

সীতা। হঠাৎ শরীর অসুস্থ হওয়ায় এইমাত্র বাসায় চলে গেলেন।

মিসেস্ বসু। চলে গেল! যেটা—যেটা আমি নিজে না দেখবো।—সুমি—সুমি কোথায়? [সুমিতার প্রবেশ]

এই যে সুমি। শঙ্কর চলে গেল—তুমি কোথায় ছিলে?

সুমিতা। এই ত ভিতরে গিয়েছি আমি মা। কখন গেলেন?

সীতা। এই সবে। শরীর অসুস্থ লাগছে বলে চলে গেলেন।

মিসেস্ বসু। না। যেটা আমি নিজে না দেখব। এখুনি তুমি একবার শঙ্করের বাংলোতে যাও সুমি। নিজে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে এসো, হঠাৎ কেন এমন হলো?—

সুমিতা। বল কি মা! এই রাত্রে একা একা যাবো রুদ্র সাহেবের বাংলোয়?

মিসেস্ বসু। কেন? ক্ষতিটা কি শুনি। দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টাই ত একা-একাই হিল্লী-দিল্লী-মক্কা করে বেড়াচ্ছো। এতই যদি, ভজুয়াকেই না হয় সঙ্গে নিয়ে যাও।

সুমিতা। শরীর অসুস্থ, বাড়ি চলে গিয়েছেন। এত ব্যস্ত হবারই বা কি আছে? আমি এই রাত্রে যেতে পারবো না মা।

[হারুমামার প্রবেশ]

মিসেস্ বসু। যাবে না?

সুমিতা। না।

মিসেস্ বসু। [রাগত কণ্ঠে] তা হলে তুমি যাবে না।

হারু। আঃ। দিদি আবার চেঁচামেচি কেন। তোমার আবার বিশেষ রকম হার্টটা

মিসেস্ বসু। [রাগতভাবে হারুর দিকে চেয়ে] হারু।

হারু। বিশেষ রকম sorry দিদি।

মিসেস্ বসু। বেশ, যা খুশী তোমাদের কর। জেগে যে ঘুমায় তাকে জাগাতে যাওয়া আমারই ঝকমারি হয়েছে—

[রাগতভাবে মিসেস্ বসু চলে গেলেন ঘর ছেড়ে]

হারু। বিশেষ রকম ঝকমারি বৈকি! বিশেষ রকম ঝকমারি। দিদি বেচারী ত জানে না গোটা দুনিয়াটাই একটা ঝকমারির জায়গা। কিন্তু সুমি—you are not a কচি খুকী, দিদি তোমার বিশেষ রকম ভালর জন্যই—

সুমিতা। মামা!

হারু। কি?

সুমিতা। লক্ষীটি মামা, তুমি মাকে যদি একটু বুঝিয়ে—

হারু। বিশেষ রকম। তারই ভাইটি ত আমি—জানতে ত আর বাকী নেই! বাবাঃ! ভলকানিক ইরাপসনের কাছে কে যাবে এখন? আমার ত পম্পিয়াইয়ের last daysর মতো এখনো শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসেনি—চললাম—[হারুমামার প্রস্থান]

সীতা। একবার রুদ্র সাহেবের ওখানে গিয়ে একটা খবর নিয়ে এলেই পারতে সুমিতা।

সুমিতা। না।

সীতা। আশ্চর্য তোমাদের ঐ রুদ্র সাহেব? ওকে তোমরা হয়ত চেন না।

সুমিতা। কি বলছো সীতা?

সীতা। হ্যাঁ, ওর বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত বিপ্লবী। মস্ত বড় বনেদী ধনী বংশ। চিরজীবন ব্রিটিশের সঙ্গে লড়ে শেষ পর্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেন। ওর একমাত্র মায়ের পেটের ভাই শুনেছি সেও গুপ্ত বিপ্লবী দলেই ছিল, তারও মৃত্যু হয়েছে—

সুমিতা। বল কি। আশ্চর্য! কিন্তু—তুমি এসব কথা জানলে কি করে ভাই?

সীতা। একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়ি আমাদের। ওর বাবা আর আমার বাবা ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। একই পথের পথিক।

সুমিতা। তোমার বাবাও তাহলে—

সীতা। হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন বিপ্লবী। ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর নাম কালিকা চৌধুরী।

সুমিতা। বিপ্লবী শহীদ কালিকা চৌধুরীর মেয়ে তুমি! বর্মার জেলে যাঁর ফাঁসি হয়।

সীতা। হ্যাঁ।

সুমিতা। রুদ্র সাহেবের সঙ্গে তাহলে তোমার আলাপ আছে বল?

সীতা [ইতস্তত করে] সামান্যই আলাপ—

সুমিতা। তবে আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে তাকে দেখে তুমি হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন?

সীতা। এমনি। হঠাৎ দেখে কেমন সংকোচ বোধ করায়।

সুমিতা। শুধু কি তাই। কিন্তু সীতা--

[সুমিতার কথা শেষ হলো না, হঠাৎ দলের একটি যুবক সত্যেন ঘরে এসে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল।]

কি ব্যাপার সত্যেন ? হাঁপাচ্ছো কেন ? কোন সংবাদ—

সত্যেন। খুব দুঃসংবাদ সুমিতা। পুলিস বিকালের দিকে আমাদের সমিতি raid করে। সার্চ করে কার্তুজ ও পিস্তল সব পেয়েছে, রামকিশেন, বালুমুকুন্দ, হরদয়াল ও মুরারীকে এ্যারেস্ট করে—

সুমিতা। [ব্যগ্র কণ্ঠে] কিন্তু সোমনাথ! সোমনাথের খবর কি ?

সত্যেন। তাকে ধরতে পারেনি। সে আগেই সংবাদ পেয়ে দুপুরের ট্রেনেই পালিয়েছে

সুমিতা। বাকী আর সব—

সত্যেন। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুমিতা। আমাদের দু'নম্বর সমিতি ?

সত্যেন। খবর পেয়েছি এখনো সেখানে যায়নি—

সুমিতা। সেখানে অনেক জরুরী কাগজপত্র আছে। শিগ্গীর চলো সত্যেন একবার আমার সঙ্গে সেখানে—এখুনি—

সত্যেন। এই রাত্রে ?

সুমিতা। হ্যাঁ। নইলে সর্বনাশ হবে। চলো।

সীতা। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো সুমিতা।

সুমিতা। তুমি! তুমি যাবে ?

সীতা। হ্যাঁ। হয়ত কোন কাজে লাগতেও ত পারি, এখনো ত পুলিস আমায় সন্দেহ করেনি।

সুমিতা। [ক্ষণকাল ভেবে] বেশ। এসো। চলো সত্যেন।

[সকলে চলে গেল, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল, যন্ত্র সঙ্গীত সহযোগে কিছুক্ষণ বিরতি]

পঞ্চম দৃশ্য

[কাঞ্চনপুরের বাগানবাড়ির পূর্ববর্ণিত প্রায়-অন্ধকার নির্জন কক্ষ-মধ্যে একাকী শিবশঙ্কর পায়চারি করতে করতে আপন মনে আবৃত্তি করছেন—]

শিবশঙ্কর। দধীচির মত নিজ অস্থি লয়ে
মহাবজ্র করিব নির্মাণ।
সে বজ্র হ'তে জাগিবে অগ্নি,
হুতাশন। হে চির শুদ্ধ
রক্ত জ্যোতির্ময়। প্রজ্বলিত
হও রুদ্র। কর ভস্মীভূত
হে বৈশ্বানর। দিকে দিকে—
উড়ুক স্ফুলিংগ। ভস্ম হোক
পুঞ্জীভূত গ্লানি।

[কক্ষের বাইরে সহসা এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল। চম্‌কে উঠ্‌লেন শিবশঙ্কর]

কে? ~~Who comes there?~~

[আহার্যের পাত্র হাতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুভদ্রা কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন]

ওঃ! ~~অর্জুন-প্রিয়া দেবী~~ সুভদ্রা, ~~বলরাম-কৃষ্ণ-ভগিনী~~।
~~করধৃত পাত্রে কি আনিয়াছো
দেবী। হরিপ্রিয়া সমুদ্র মন্থন
শেষে আবির্ভূতা হলে কি
আবার সুধা ভাণ্ড করে?~~

[সুভদ্রা মাটিতে আহার্যের পাত্রটি নামিয়ে রেখে একখানি কুশাসন বিছিয়ে অন্দর থেকে গিয়ে আবার এক গ্লাস জল নিয়ে এলেন]

সুভদ্রা। বোস দেখি। আজ তোমাকে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়ে যাবো। আজ দু'দিন আমি লক্ষ্য করছি আহার্য সব যেমনটি তেমনি পড়ে থাকে, কিছুই তুমি মুখে দাও না। এসো—

[এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রা স্বামীর হাত ধরে আকর্ষণ করতে যেতেই শিবশঙ্কর ত্রস্তে পিছিয়ে গেলেন]

শিব। ছুঁয়ো না। ~~Don't touch me~~! দেখছো না সর্বাঙ্গে আমার বিষাক্ত ঘা। অভিশপ্ত প্রেত। পালাও সুভদ্রা পালাও। দেখছো না। কোথায় আমি আছি, কি পরিবেশ—পালাও। পালাও সুভদ্রা। ~~Away! Away!~~

সুভদ্রা। দেখ, আমার একটা কথা শুনবে?

শিব। বড়বৌ!

সুভদ্রা। এমনি করে বাগানবাড়ির এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিবারাত্র থেকে তুমি আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ছো। তার চাইতে চল কোন দূর দেশে আমরা চলে যাই যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না—

শিব। পালিয়ে যাবে তুমি আমার সঙ্গে? ফেরারী খুনী আসামীর সঙ্গে পালিয়ে যাবে তুমি! কিন্তু অয়ি পতিব্রতে। তোমার ঐ শ্বেত-শুভ্র গরীয়সী বৈধব্যের গায়ে যে কলঙ্ক লাগবে। লোকে যখন বলবে শিবশঙ্করের বিধবা স্ত্রী গৃহত্যাগিনী হয়েছে, কোথায় থাকবে তখন তোমার আনন্দের এই পতিব্রত্য শঙ্কর-জননী!

সুভদ্রা। নিশিদিন এইভাবে দগ্ধ হওয়ার চাইতে সেও ভালো—

শিব। না। তুমি কেন যাবে—

~~তুমি থাকো রাজেন্দ্রাণী তব গৌরব শিখরে—~~

উচ্চাসীন চিরদিন। থাকো সুখে
আপন বৈভবে উচ্চশির শঙ্কর বন্দিতা।
মৃত শিবশঙ্করের সাক্ষ্য হয়ে থাকো
চিরদিন রুদ্রবংশের ঘরণী।

তুমি যাবে কেন? যাবো আমি। হ্যাঁ বৌরাণী, আমিই চলে যাবো এবারে।

সুভদ্রা। চলে যাবে?—

শিব। হ্যাঁ যাবো। তিলে তিলে এই মরণ-যন্ত্রণা। ও কি। কার পায়ের শব্দ না?

[সত্যিই ক্ষীণ একটা অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা গেল। শিবশঙ্কর ও শুভদ্রা দুজনেই কান পেতে সেই পদশব্দ শোনবার চেষ্টা করেন।]

সুভদ্রা। কই? কোথায়—বোধ হয় বাতাস।

শিব। বাতাস? না। ক্ষীণতম পদশব্দও শিবশঙ্করের কানকে এড়িয়ে যেতে পারে না বৌ। স্পষ্ট শুনেছি আমি—

সুভদ্রা। নিশ্চয়ই তোমার শোনবার ভুল। এই নির্জন পড়ো বাগান-বাড়ির মধ্যে—ভূতের ভয়ে বহুদিন এদিকে কেউ পাও দেয় না।

শিব। তুমি ত জান না ভদ্রা। এ দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যাদের ভূতের ভয় নেই। যাদের ভূতেরা ভয় করে—

সুভদ্রা। দেখে আসব?

শিব। না। না—সুড়ঙ্গ পথে এখুনি তুমি মহালে ফিরে যাও—

সুভদ্রা। কিন্তু—

শিব। না। না—সুভদ্রা। তুমি যাও। যাও—

[সুভদ্রাকে যেতেই হলো ঘর থেকে]

স্পষ্ট। স্পষ্ট পদশব্দ শুনেছি আমি। ভুল হবার নয়।

[শিবশঙ্করও ঘর হতে বের হয়ে গেলেন এবং পরক্ষণেই অন্যদিক দিয়ে সর্বাঙ্গ একটা কালো চাদরে আবৃত চোরের মত পা টিপে টিপে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে সোমনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করে।]

সোমনাথ। পড়ো নির্জন এই বাগানবাড়ি। আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে, কাল মার সঙ্গে একবারটি দেখা করে চলে যাবো। আঃ! রাতটার মত নিশ্চিন্ত।

[এদিক-ওদিক করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপরই মাটিতে আহার্য চোখে পড়ে এবং একধারে শয্যাটি চোখে পড়ল। আশ্চর্য হয় সোমনাথ।]

আশ্চর্য! এসব কি? খাবার—জল—শয্যা! [চিন্তিত ভাবে] তবে কি এখানে এই নির্জন পড়ো বাড়িতে কেউ থাকে? সবাই জানে এটা পড়ো ভূতুড়ে বাড়ি। যাক্ গে। আর ভাবতে পারি না। ক্ষুধায় পেট চো-চো করছে। তিন দিন পেটে একটা দানা পড়েনি।

[আহার্যের পাত্রটা টেনে নিয়ে সোমনাথ মাটিতেই বসে পড়ে। এবং লুচি-তরকারী খেতে শুরু করে]

হাতের কাছে পেয়েছি যখন খেয়ে ত নেওয়া যাক। আঃ! চমৎকার।

[ক্ষুধার জ্বালায় সোমনাথের কোনদিকে লক্ষ্য নেই, আপন মনে গোগ্রাসে লুচি-তরকারী খেয়ে চলে। এমন সময়ে শিবশঙ্কর পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।]

শিব। [স্বগত কণ্ঠে] কই! কাউকেই ত দেখলাম না। কিন্তু স্পষ্ট শুনেছি। ভুল ত হতে পারে না।

[হঠাৎ এমন সময় ভোজনরত সোমনাথের দিকে নজর পড়ে শিবশঙ্করের। সোমনাথ কিন্তু শিবশঙ্করকে লক্ষ্য করে না। কারণ সে পদশব্দ শুনতে পায়নি। শিবশঙ্করের দিকে পিছন ফিরে আহার করেই চলে আপন মনে। অবাক বিস্ময়ে শিবশঙ্করও তাকিয়ে থাকেন

৫

সোমনাথের দিকে। আহার্য শেষে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে জলের গ্লাস হতে জলপান করে তৃপ্তিসূচক একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়াতে পশ্চাতে দণ্ডায়মান এবং ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শিবশঙ্করের প্রতি নজর পড়তেই ও চমকে ওঠে।]

সোমনাথ। কে! কে তুমি!

[শিবশঙ্কর সোমনাথের প্রশ্নের কোন জবাব দেন না, কেবল নির্নিমেষে তাকিয়েই আছেন। কি যেন তিনি খুঁজছেন ঐ মুখখানির মধ্যে। কপাল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে থেকে থেকে। সোমনাথ আরো এগিয়ে আসে।]

বলো। বলো—কে তুমি? এখানে কি করে এলে? তুমি কি এখানে থাকো?

[শিবশঙ্কর পূর্ববৎ সোমনাথের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়েই নিঃশব্দে কেবল সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড়টা দোলালেন]

তুমি এখানে থাকো! কি নাম তোমার?

শিব। [এতক্ষণে কথা বললেন] চিনতে পারবে? নাম বললেই কি চিনতে পারবে? মরা মানুষকে কি কেউ চিনতে পারে?

সোম। [সহসা পিস্তল বের করে কঠোর কণ্ঠে] হেঁয়ালি রাখ। ভাল চাও ত এখনো পরিচয় দাও। দেখছো—

শিব। [মৃদু হাস্যে] ভয় দেখাচ্ছো!

সোম। না। শুধু ভয়ই দেখাচ্ছি না। প্রয়োজন হলে—

শিব। গুলি করবে? করতে পারবে? এসো—~~come forward~~! বুক পেতে দাঁড়িয়েছি। করো—গুলি করো। করো—

সোম। [আপন মনেই স্বগত] আশ্চর্য! পাগল নাকি?

শিব। হ্যাঁ। ভুল নয়। অনেক বদলেছে। তবু। তবু—সেই উদ্ধত ভঙ্গী। সেই নাক, সেই চোখ। এসো ত। আর একটু কাছে

এসো ত। ভয় কি, এসো না। এসো—

সোম। পাগল।

শিব। পাগল, হ্যাঁ পাগলই। কিন্তু আঃ! চোখে ঝাপ্‌সা দেখছি কেন? [দুহাতে চোখ দুটো রগ্‌ড়ে নিয়ে আরো কাছে সোমনাথের দিকে এগিয়ে এসে] পাতাল ঘরের অন্ধকার দৃষ্টিকে কি আমার অন্ধ করে দিল! আলো! [এগিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতিটা হাতে তুলে নিয়ে সোমনাথের একেবারে মুখের সামনে ধরে] হ্যাঁ। হ্যাঁ। তোমার, তোমার নাম বল। বল। জবাব দাও।

সোম। [একটু ইতস্তত করে] সোমনাথ।

শিব। সোমনাথ। উহুঁ। He—he was—but do you know him? শুনেছো, শুনেছো তার নাম? চেনো তাকে?

সোম। [বিস্ময়ের সঙ্গে] কে? কার নাম?

শিব। Flame! A glowing red flame! ছোটবেলায় দেখেছিলাম। কিশোর বালক, সুকুমার। তারপর কতদিন হয়ে গেল আর দেখিনি। কিন্তু সব মিথ্যা। মিথ্যা বলেছে আমায়। বলে মরে গিয়েছে। হুঁ। মরবে সে! আগুন! আগুন—ধ্বক্ ধ্বক্ করে রুদ্রের তৃতীয় নয়ন?

But wait! Wait a minute! [এগিয়ে গিয়ে শয্যার কম্বলের তলা হতে একখানা মলিন ফটোগ্রাফ্ ও একটা ভাঁজকরা চিঠি বের করে নিয়ে এলেন শিবশঙ্কর। সে দুটো সোমনাথের চোখের সামনে তুলে ধরে] দেখ ত। দেখ ত এই ফটোটা, এই চিঠিটা। চিনতে পারো একে?

সোম। [সবিস্ময়ে] কে! কে তুমি? কোথায় পেলে এ ফটো, এই চিঠি? বল? বল?

[সোমনাথ সহসা শিবশঙ্করের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে সাগ্রহে]

বল ? জবাব দাও ?

শিব। চুপ্ ! আস্তে। [চাপা কণ্ঠে] শুনতে পাবে। শুনতে পাবে। আমি ? আমি ?—

সোম। হ্যাঁ। বল—বল তুমি কে ?

শিব। আমি কেউ নই। ভূত। প্রেত। একটা—একটা অভিশপ্ত আত্মা। প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ তৈরী করতে চেয়েছিলাম কিন্তু একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টায় সব ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। আর আমি ! সেই ভগ্নস্তূপে ঘুরে বেড়াচ্ছি মৃত্যুর মত, ছায়ার মত। কে আমি !

সোম। কিন্তু এই চিঠি ! এই ফটো !

শিব। কুড়িয়ে পেয়েছি। এই ঘরের মধ্যেই কুড়িয়ে পেয়েছি। না। না আমায় একজন দিয়েছে। সুভদ্রা। সুভদ্রা—আকাশ থেকে বাজ খসে পড়েছে। নীল আলোয় চোখ ঝলসে গেল। চোখ ঝলসে গেল। কোথায় তুমি এসো। এসো—পাতাল ঘরের অন্ধকারে আলোর বন্যা নেমেছে।

সোম। [এক্ষণে ক্ষীণ সন্দেহটা বদ্ধমূল হওয়ায় আরো ব্যগ্র কণ্ঠে] বল—বল তাহলে—তুমি, তুমি কে ?

শিব। পিনাক, করালী, ধূর্জটী শঙ্কর বল ! বল—সত্য আজও কি আমি বেঁচে আছি। বন্দী প্রমিথিয়ুস মুক্তি। মুক্তি তোমার আসন্ন।··

সোম। বলুন। বলুন—আপনি কি শিব—

শিব। শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর। ওরে। ওরে আয়। আয়—তৃষিত অগ্নিদগ্ধ এ বক্ষের মাঝে—

[শিবশঙ্কর দুই বাহু প্রসারিত করতেই সোমনাথ ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবশঙ্করের বক্ষে।]

সোম। বাবা ! বাবা ! আপনি বেঁচে আছেন ?

শিব। শিবু। শিবু— ওরে। ওরে আমার হারানো রতন। অন্ধকারে

আলো। তুই—তুই আমার শিবনাথ।

[শিবশঙ্করের দেহ প্রবলভাবে কাঁপতে থাকে।]

সোম। [ব্যাকুল কণ্ঠে] বাবা! বাবা!

শিব। আমায় ধর। ধর। একি স্বপ্ন—না বিস্মৃতি, মায়া না ভ্রান্তি। ভগবান। ভগবান। সুভদ্রা! সুভদ্রা! আমার শিবনাথ! আমার শিবনাথ!

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। নেমে এলো যবনিকা]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পাটনায় সুমিতার পড়বার ঘর, রাত্রি প্রায় এগারটা হবে। একপাশে টেবিলের পরে একটি নীলাভ ডোমে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে, তারই নীলাভ আলোয় কক্ষটি মৃদু আলোকিত। ঘরের দুটি জানালাই খোলা। একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে অশোক ঘুমাচ্ছে। পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে গল্প করছে সুমিতা আর সীতা।]

সুমিতা। সোমনাথের শেষ সংবাদ পেয়েছি সে কলকাতাতেই আছে। সেই ঠিকানাতেই চিঠি দিয়েছি সত্যেনের হাত দিয়ে, এখন এদিকে যেন সে না আসে।

সীতা। কিন্তু কিষণলালকে সোমনাথবাবু নাকি বলেছেন শুনলাম, এদিকে একবার তাঁকে আসতেই হবে। বিশেষ বলে কি জরুরী কাজ—

সুমিতা। না। এখন দু-চার মাস কিছুতেই তার এদিকে আসা

হতে পারে না। পাটনা শহরে এবং এর আশপাশে পুলিস হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়চ্ছে তার খোঁজে।

সীতা। তুমি হয়ত তাঁকে বেশীদিন চেন সুমিতা, কিন্তু সামান্য যে পরিচয় তাঁর আমি পেয়েছি, তাতে একবার মনে মনে যে সঙ্কল্প করেছেন তা থেকে তাঁকে ফেরানো—

[বাইরে জুতোর মচ মচ্ আওয়াজ পাওয়া গেল। দুজনেই চম্‌কে দরজার দিকে তাকায়, পরক্ষণেই দেখা গেল মিলিটারী খাকি ড্রেসে সজ্জিত হারুমামা ঘরে এসে প্রবেশ করল।]

সুমিতা। একি! মামা! কিন্তু একি বেশ তোমার?

সীতা। মামা যে একেবারে মিলিটারী!

হারু। হ্যাঁ। বিশেষ রকম একটি ক্যামোফ্লাজ্।

সুমিতা। ক্যামোফ্লাজ?

হারু। হ্যাঁ বিশেষ রকম। যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চললাম সুমি। কালই ভোরের ট্রেনে যাচ্ছি তাই শেষ বিদায়—

সীতা। সেকি মামা! যুদ্ধে চলেছেন কোন্ দুঃখে? শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ না করে পরের ভাডাটে সৈন্য হয়ে চল্লেন যুদ্ধে?

হারু। সে তোমরা ঠিক বুঝবে না। বললাম ত এটা আমার একটা কেমোফ্লাজ। কিন্তু বাড়ি দেখছি খা-খা করছে, ~~Her Excellency~~ আমার দিদিটি গেলেন কোথায়?

সুমিতা। মা কলকাতায় চলে গিয়েছেন দিন সাতেক হলো, পুষিকে সঙ্গে নিয়ে।

হারু। য়্যাঁ। বলিস কি? তোকে একা একা বাড়িতে ফেলে? জামাইবাবুও কি?—

সুমিতা। না, বাবা conferenceএ গেছেন দিল্লীতে। মা ত আমাকেও টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আমি নিজেই ত গেলাম না।

হারু। উহুঁ। এটা কিন্তু তুমি বিশেষ রকম অন্যায় করেছো সুমি।

সুমিতা। কেন?

[হঠাৎ এমন সময় ঘুমন্ত অশোকের প্রতি নজর পড়ায়]

হারু। আরে। বিশেষ রকম। আমাদের অশোক দি চারণ না?

সুমিতা। [মৃদু হেসে] হঁ্যা। আমরা দুজন নারী তাই অশোক ভাই আমাদের পাহারা দিচ্ছেন।

হারু। ঘুমিয়ে?

সীতা। হঁ্যা। ঘুমিয়ে পড়েছে।

[সহসা এমন সময় কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশে মুখে চাপ দাড়ি মাথায় পাগড়ী জানালা টপ্‌কে সোমনাথের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ। সকলেই চম্‌কে ওঠে।]

সোমনাথ। সেলামালেকুম বিবিসাব্‌।

হারু। [ভীত জড়িত কণ্ঠে] এ-ই—তু-তুম কৌন হ্যায়!

সোমনাথ। বন্দেগী সাব্‌। ম্যায় মীরকাশেম হুঁ।

হারু। কেয়া! মীরকাশেম ত হিয়া কিউ। মানে বিশেষ রকম—

[সুমিতা এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল আগন্তুককে। চিনতে পারে নি। অবশেষে চিনতে পেরে,]

সুমিতা। সোমনাথ!

[এবার সোমনাথ দাড়ি গোঁফ ও পাগড়ী খুলতে খুলতে হো হো করে হেসে ওঠে]

উঃ। কি সাংঘাতিক লোক তুমি। এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে। বুকের মধ্যে এখনো—

সোম। ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে। সাধে কি আর কবি বলেছেন—'অবলা বঙ্গললনা।'

সুমিতা। তাই বলে এই রাত্রে আচম্‌কা কাবলীর বেশে—

হারু। বিশেষ রকম। আমি ত আর একটু হলে shootই করে ফেলছিলাম। ভাগ্যে সুমি—[বলতে বলতে সত্যি সত্যি হারু কোমর-বন্ধ থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে]

সোম। আরে। আরে—মামা কর কি। কর কি। এত তাড়া-তাড়ি মরতে আমি রাজী নই। কিন্তু এ বেশ কেন মামা? অকস্মাৎ একি পরিচ্ছদ?

হারু। বিশেষ রকম। সত্যি সত্যিই কি আর আমি গুলি চালাতাম? তাছাড়া পিস্তলে ত গুলি ভরাই নেই। যাক্, দেখছি বিশেষ রকম, এ একপ্রকার ভালই হলো। সকলের সঙ্গেই শেষ বিদায়ের আগে দেখা হয়ে গেল।

সোম। শেষ বিদায়ের আগে দেখা! এসব কি বলছো মামা? কোথায় চলেছো।

হারু। যুদ্ধে।

সোম। যুদ্ধে! হঠাৎ?—

হারু। বিশেষ রকম। হঠাৎ আর কোথায়? একটা কিছু না করলে দিদির কাছে আর মান থাকছিল না।

সোম। তাই একেবারে যুদ্ধের খাতায় গিয়ে নাম লিখালে মামা?

হারু। তাও বটে, তাছাড়া ভেবে দেখলাম চাকরির এই ক্যামোফ্লাজে সেপাইদের মধ্যে থেকে যদি তাদের মধ্যে বিদ্রোহ আনা যায়—

সোম। [সহাস্যে] না? কে বলে মামা তোমায় বুদ্ধি নেই! চমৎকার idea!

সুমিতা। ওঃ তাই! মামা তাহলে এবারে একটা তাঁতীয়া তোপী না হয়ে চাড়ছে না।

হারু। দেখ সুমি। বিশেষ রকম, এই serious ব্যাপারে—

[ইতিমধ্যে অশোকের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রথমটায় সোমনাথকে সে চিনতে পারেনি, পরে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে ওঠে]

অশোক। সোমনাথদা !

সোম। আরে। কে ও? অশোক ভাইটি নাকি ? তা তুমি এখানে এত রাত্রে ?

সুমিতা। [মৃদু হেসে] আমাকে আর সীতাকে পাহারা দিচ্ছিল, একা একা অবলা দুজন নারী এই বাড়িতে আছি আমরা।—

অশোক। [লজ্জিত ভাবে] হঠাৎ কেমন ঘুম এসে গিয়েছিল বোধ হয়। আমাকে তুলে দাওনি কেন সুমিদি ? কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি।

সুমিতা। [সহাস্যে] বিপদ এলে ত জাগাব। [অতঃপর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে অন্য সুরে] কিন্তু তুমি এসময় এখানে এলে কেন সোমনাথ? তোমাকে চিঠি দিয়ে এসময় এদিকে আসতে নিষেধ করেছিলাম।

সোম। কি করি বল সুমিতা! এদিকে বিশেষ একটা কাজ আছে। তাছাড়া তুমি ত জান পুলিসের হাতকড়াকে আমি ভয় করি না—আচ্ছা অশোক পাশের ঘরে গিয়ে তুমি আরো একটু ঘুমিয়ে নাও। কেমন ? [অশোকের প্রস্থান]

সুমিতা। কেবল হাতে বালা পরিয়েই যে তারা ক্ষ্যান্ত হবে কে বললে ?—

সোম। ফাঁসি। এই ত, মারার বাড়া আর কি গাল আছে ? [একটু থেমে] প্রার্থনা করো যেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে জন্মে জন্মে ফাঁসির দড়িতেই ঝুলতে পারি। তাছাড়া— [একটু হাসল] দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন আমাদের মত হতভাগাদের মনে করে শহীদ বেদীতে মালা পরিয়ে দেবে—সে দাবিও ত করতে পারি।

সুমিতা। ছি! কিছুই মুখে তোমার আটকায় না দেখছি—

সোম। No! No—সুমিতা don't be sentimentel!

সুমিতা। Sentimental! কিন্তু হৃদয়হীনতারও কোন সীমা কি নেই সোমনাথ?

মনের আকাশে আমার যে রামধনু ওঠে মিতা সেখানে বিপ্লবের রাঙা মেঘ। সে যাক্‌। এখন বরং দেখ ত এক কাপ চা পান করাতে পারো কি না? অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। I am reall thirsty!

[সুমিতা কোন জবাব দেয় না। তার চোখে জল। হারুমামার দৃষ্টি এড়ায় না]

হারু। বিশেষ রকম। After all সুমিতাও কাঁদছো?

সোম। আরে। আরে—ওকি সুমি। No! No—I can't stand it. লক্ষ্মীটি। জান ত অতি বড় বেদনা বা নির্মম আঘাতেও চোখে আমার জল আসে না? Come on! যাও। Quick—এক কাপ চা।

[সুমিতা কোন জবাব না দিয়ে ভিতরে চলে যায় একটা দীর্ঘ শ্বাস চেপে অতঃপর সোমনাথ সীতাকে বলে—]

সীতা?

সীতা। বলুন দাদা?

সোম। সুমিতা গিয়েছে এইবেলা তোমার সঙ্গে আমার কথাটা সেরে নিই। তোমাকেও এখানে এসময় দেখতে পাবো ভাবিনি। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বোন। এখুনি—

সীতা। বলুন?

সোম। কদমকুঁয়াতে এখুনি তোমাকে একবার শিউনন্দনের বাসায় যেতে হবে। তুমি ত সে বাড়ি চেন?

সীতা। চিনি, দোতলা সেই লাল বাড়িটা ত?

সোম। হ্যাঁ। সে নিশ্চয়ই রাত্রে এখন বাসায়ই আছে। তাকে বলবে তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন, তাকে এখুনি একবার এখানে আসতে হবে।

সীতা। বেশ।

সোম। হ্যাঁ, পিছনের দরজা দিয়ে যাও।

[সীতা চলে গেল। সোমনাথ একবার হারুমামার দিকে তাকাল]

Now! মামা। তোমাকেও একটা কাজ করতে হবে।

হারু। কি?

সোম। গঙ্গার ধারে বস্তিতে একবার যেতে হবে। সেখানে সূর্যপ্রসাদ wait করছে। একটা বরং চিঠি দিচ্ছি। সেই চিঠিটা তুমি সূর্যর হাতে পৌঁছে জবাব নিয়ে আসবে। টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ আর কলমটা দাও ত মামা।

[হারুমামা টেবিলের ওপর হতে একটা কাগজ আর কলমটা এনে দিল সোমনাথের হাতে। সোমনাথ চিঠি লিখতে সুরু করে। চিঠিটা শেষ করে হারুমামার হাতে দিতে দিতে—]

নাও এই চিঠি। সূর্যপ্রসাদকে—

[সোমনাথের কথা শেষ হলো না। সুমিতা হন্তদন্ত ভাবে ঘরে এসে দ্রুতপদে প্রবেশ করল। সোমনাথ কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে সুমিতার দিকে তাকাল]

কি। ব্যাপার কী সুমি। ভূত দেখেছো নাকি?

সুমিতা। [ব্যগ্র কণ্ঠে] তুমি এখুনি এ বাড়ি থেকে পালাও সোমনাথ। তুমি এখানে এসেছো নিশ্চয়ই তারা টের পেয়েছে, একটা ফোর্স এদিকে আসছে—

সোম। [ব্যাকুল কণ্ঠে] কিন্তু সীতা! সে কি তাহলে যেতে পারল না?

সুমিতা। কেন সীতার কি হয়েছে ?—

সোম। সে যে একটু আগে গেল।—

সুমিতা। সীতা পিছনের দরজা দিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। হয়ত চলে যেতে পেরেছে।

[হারুমামা ইতিমধ্যে চট করে দরজা পথে বের হয়ে যায়]

সোম। যাক্! কতকটা নিশ্চিন্দি। [অশোকের খালি চেয়ারটার ওপরে অতঃপর সোমনাথ গা এলিয়ে দেয়]

কিন্তু আমার চা কই ? গলা যে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

সুমিতা। সোমনাথ!

সোম। মিতা। যাও লক্ষ্মীটি, চা নিয়ে এসো। মরতেই যদি হয় বুক ভরা পিপাসা নিয়ে মরতে পারবো না। যাও—

সুমিতা। সোমনাথ। তুমি কি বুঝতে পারছো না, এখনও চেষ্টা করলে হয়ত পালাতে পারবে। আমার কথা শোন।

সোম। I am extremely tired মিতা। তিন রাত ঘুমাই না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে—

[আরো একটু আরাম করে শুয়ে সোমনাথ চোখ বোজে]

সুমিতা। সোমনাথ!

সোম। কেন মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছো মিতা। পালাব বললেই ত কিছু পালানো যায় না।

সুমিতা। না। তা হবে না। তোমাকে আমি কিছুতেই ধরা দিতে দেবো না। যে করেই হোক তোমাকে পালাতে হবেই—[সুমিতা এগিয়ে এসে সোমনাথের হাত ধরে টানতে টানতে] ওঠ। ওঠ।

সোম। আঃ! ছেলেমানুষি করো না মিতা। পুলিস সত্যিই যদি এতক্ষণ আমার খোঁজ পেয়ে এ বাড়ির চারিদিক এসে ঘেরাও করে থাকে—

[হাঁপাতে হাঁপাতে হারুমামার প্রবেশ]

হারু। বিশেষ রকম, dangerous affair সোমনাথ। একেবারে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। বিশেষ রকম একেবারে সাঁড়াশী আক্রমণ। উপায়? এ যে বিশেষ রকম বিপদ হলো!

সোম। বিশেষ রকম বিপদ হলেও কোনও উপায় নেই মামা। এ বাড়ির আশপাশ সুস্মিতা জানে, আমিও ভাল করেই জানি। We know very well how difficult it is to get out of this place। অতএব—

হারু। এ যে আরো বিশেষ রকম সাংঘাতিক।

সুস্মিতা। [স্থির কণ্ঠে] তা হলে বলতে চাও—তুমি ধরা দেবে?

সোম। ধরা দেবো এমন কথা ত কই আমি বলিনি মিতা। এ বাড়ি হতে এ অবস্থায় বর্তমানে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো অসম্ভব শুধু সেই কথাটিই বলতে চাই!

সুস্মিতা। কিন্তু—

সোম। বোঝাপড়ার সময় যদি এসেই থাকে—

সুস্মিতা। বেশ। তবে তাই হোক সোমনাথ। সুস্মিতাও প্রস্তুত হতে জানে।

[এগিয়ে গিয়ে সুস্মিতা পাশের ঘর হতে একটা রিভালভার নিয়ে এলো।]

মনে পড়ে সোম! গত বছর মেদিনীপুরে রিলিফ্ ওয়ার্ক করতে করতে ক্যাম্পে রাত্রে হঠাৎ একদিন যখন তুমি আমার মুখে শুনলে, সেটা আমার জন্মতারিখ—তুমিই সেরাত্রে এটা [পিস্তলটি দেখিয়ে] আমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলে। এতকাল এটা আলমারিতে সযত্নে তোলাই ছিল। হঠাৎ কেন জানি না আজই দুপুরে এটার কথা আমার মনে পড়লো—

সোম। মিতা?—

সুমিতা। হ্যাঁ—আজ আবার সেই জন্মতারিখ ঘুরে এসেছে। আশ্চর্য না!

সোম। কিন্তু মিতা, আমার জন্য কেন তুমি বিপদের মধ্যে যাবে? ওরা আমাকেই ধরতে এসেছে। আমি ধরা দিলেই—

সুমিতা। না সোমনাথ। এভাবে তোমাকে আমি পরাজয় মেনে নিতে দিতে পারি না।

সোম। না, মিতা তা হয় না। তোমাকে আমি এ ঘরে থাকতে দিতে পারি না। মুখোমুখি দাঁড়াতেই যদি হয়, I must stand alone!

সুমিতা। জীবনে হয়ত আর কোন অনুরোধই তোমার মিতা তোমায় জানাবে না। এ রাতটা অন্তত তোমার পাশ থেকে আমায় যেতে বলো না সোম।

হারু। বিশেষ রকম। এ সময় কেউ আমরা তোমায় ছেড়ে ত যেতে পারি না সোমনাথ। এই দেখো পিস্তল আমারও আছে। [কোমরবন্ধ হতে পিস্তল খুলে এবং পাউচ হতে ম্যাগাজিন নিয়ে] গুলিও আছে। যদিও এখনো শেখায়নি কেমন করে পিস্তল চালাতে হয় তাহ'লেও ও ঠিক চালিয়ে দেবো—তুমি শুধু গুলিগুলো ভরে দাও—

[সহসা এমন সময় অশোকও ঘরে এসে প্রবেশ করে।]

অশোক। সোমনাথদা। আমি জেগেই ছিলাম। সব শুনেছি আমি তোমাদের কথা। আমিও যুদ্ধ করবো। আমাকেও একটা পিস্তল দাও—

সোম। অশোক ভাইটি! [অশোককে সোমনাথ বুকে টেনে নেয়] আমাদের চারণ কবি! তোমার বাঁশীর সুর আজও আমার দু কানে ভরে আছে ভাই। দরবারী কানাড়া—well! have it!

[সোমনাথ সত্যি সত্যিই একটা পিস্তল কোমর থেকে টেনে বের করে অশোকের হাতে দেয় এবং নিজেও একটা নেয়। এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল]

[নেপথ্যে] ইনস্‌পেক্‌টার। দরজা খুলুন। সোমনাথবাবু, পালাবার বৃথা চেষ্টা করবেন না। দরজা খুলুন। নচেৎ গুলি চালাতে আমরা বাধ্য হবো।

[পুনরায় দরজার গায়ে ধাক্কা পড়ল]

সোম। মামা! কই দেখি তোমার পিস্তলটা লোড করে দিই—

[সোমনাথ পিস্তলে গুলি ভরে হারুমামার হাতে দেয়। ওদিকে দরজায় ধাক্কা পড়ছে ঘন ঘন]

[নেপথ্যে] ইনস্‌পেকটার। দরজা খুলুন সোমনাথবাবু, দরজা খুলুন।

সোমনাথ। I am ready inspector!

[নেপথ্যে] ইনস্‌পেকটার। এই দরোয়াজা ভাঙ্গো! Fire!

[দরজার ওপাশ হতে গুলির শব্দ শোনা গেল। সোমনাথও দরজা লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালায়। সমগ্র রঙ্গমঞ্চ অদ্ভুত এক নীলাভ আলোয় রহস্যঘন হয়ে ওঠে, Music effect থাকবে। দু'পক্ষ হতেই গুলি চলতে থাকে ঘন ঘন। হঠাৎ খোলা জানালা পথে একজনকে দেখা যায়। পিস্তল তুলছিল সুমিতা তাকে দেখতে পেয়ে। সোমনাথকে আগলাতে ছুটে যায়]

সুমিতা। সোমনাথ! সাবধান!—

[ওদিক হতে হারুমামা আর্তনাদ করে ভূশয্যা নেয়। সুমিতা ঐ মুহূর্তে গুলি চালায়, লোকটা আর্তনাদ করে পড়ে যায়] মামা! মামা!—

[সুমিতা হারুমামার মাথাটা কোলে তুলে নেয়]

মামা?

হারু। [অবসন্ন কণ্ঠে] ছি সুমি! তোমার চোখে জল?

[সোমনাথ এগিয়ে আসে হারুমামার দিকে। অশোক কেবল একা গুলি চালায়]

সোম। মামা! My salute to you!

হারু। [ক্ষীণ ক্লান্ত কণ্ঠে] সোমনাথ! বিশেষ রকম কিছুই নয়। [যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়] আঃ! কিন্তু না। এখানে নয় সোমনাথ! ওরা এখনো গুলি চালাচ্ছে। ওদিকে যাও। যাও। বিশেষ রকম! আঃ। [হারুমামার মৃত্যু]

সোম। ওঠ সুমিতা। Now you and Ashoke must leave this room! অ্যামুনিসন আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর বেশীক্ষণ fight করা চলবে না। তুমি ঐ দরজা দিয়ে পাশের ঘরে অশোককে নিয়ে চলে যাও! অশোক!

অশোক। না! না সোমনাথদা! আমি যাবো না! সুমিদি তুমি যাও।

সুমিতা। না। আমরা কেউ যাবো না।

সোম। মিতা! অবুঝ হয়ো না, আমার কথা শোন! যাও! সত্যেনের ওখানে আমাদের অনেকগুলো জরুরী কাগজপত্র আছে। যেমন করেই হোক আজ রাতের মধ্যেই তোমাকে সেগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে—

[এমন সময় জানালা পথে হঠাৎ একটা গুলি এসে অশোকের পেটে লাগল। একটা আর্ত শব্দ করে অশোক ভূশয্যা নিল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সোমনাথ অশোককে জড়িয়ে ধরে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলে—]

অশোক ভাই!

অশোক। [ক্লান্ত কণ্ঠে] সোমনাথদা!—

সুমিতা। অশোক!

অশোক। আমি—ঠিক আছি দিদি। [ওপক্ষের গুলি তখনও থেকে থেকে চলেছে] আঃ!

সোমনাথ। বড় কি কষ্ট হচ্ছে ভাই!

অশোক। না ত! তুমি গুলি চালিয়ে যাও। আঃ দাদা।— [মৃত্যু]

সোমনাথ। না। আর নয়। [সোমনাথ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বলে] Stop—stop! ইন্‌স্‌পেক্‌টারবাবু আমি surrender করছি।

[সোমনাথ দরজা খুলে দিল। ইনস্‌পেক্‌টার দলবল নিয়ে মচ্‌ মচ্‌ শব্দে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল]

[ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। কেবল নেপথ্য হতে ভেসে আসতে লাগল একটানা করুণ একটা যন্ত্র সঙ্গীতের সুর। মঞ্চ অন্ধকার থাকবে, যন্ত্রসঙ্গীত চলতে থাকবে কিছুক্ষণ বিরতি।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাটনায় অধ্যাপক সুপ্রকাশ বসুর বাড়ির বাইরের ঘর। সময় বেলা দ্বিপ্রহর। ঘরটি সাধারণ ভাবে সজ্জিত। সুপ্রকাশকে দেখা যাচ্ছে একটা আরাম কেদারায় বসে, চোখে চশমা—মোটা একটা বই পড়ছেন। পরনে খদ্দরের ধুতি ও একটা খদ্দরের চাদর গায়ে—সুমিতাদের ধরা পড়বার কয়েকদিন পরে—ঝড়ের মত মিসেস্ বাসু এসে ঘরে প্রবেশ করল।]

মিসেস বাসু। সংবাদপত্রে যা পড়লাম তাহলে সব সত্যি!

সুপ্রকাশ। সংবাদপত্রে অনেক সময় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হলেও —এসব জায়গায় তারা ভুল করে না লতা—

মিসেস বাসু। তাহলে সুমিতা ধরা পড়েছে—

সুপ্রকাশ। হ্যাঁ—

[মিসেস বাসু একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে—]

মিসেস বাসু। উঃ, এখনো আমি ভাবতে পারছি না—সুমি—after all সুমি যে এত বড একটা নির্বোধের মত কাজ করবে। উঃ, কাউকে আর আমি মুখ দেখাতে পারছি না—

[মিসেস বাসু বসে না—ছটফট করে উঠে দাড়ায়—হাতপাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে থাকে—]

মিসেস বাসু। কিন্তু এর জন্য responsible হচ্ছো তুমি। তোমার প্রশ্রয় আর আব্দারে মেয়েটা বিগড়ে গেছে—

[সুপ্রকাশ যেমন চুপ করে বসেছিলেন তেমনিই বসে থাকেন—বইয়ের দিকে চেয়ে]

মিসেস বাসু। সমস্ত জীবনটা তো আমার তুমি নষ্ট করে দিয়েছই—একটা মাত্র মেয়ে আমার তার জীবনটাও নষ্ট করে দিলে।

সুপ্রকাশ। দেখ লতা, চিরকাল তুমি ঐ অভিযোগই করে এসেছো—কিন্তু—

মিসেস বাসু। Am I wrong !—

সুপ্রকাশ। Wrong কি right সে প্রশ্ন থাক লতা কিন্তু মেয়েকে তো তুমিই চিরকাল নিজের খুশিমত শিক্ষা দিয়ে এসেছো—

মিসেস বাসু। শিক্ষা দিলে কি হবে—কেমন বাপের মেয়ে দেখতে হবে তো—

[সুপ্রকাশ উঠে দাঁড়ান—এবং ধীরকণ্ঠে বলেন—]

সুপ্রকাশ। আমার কলেজে যাবার সময় হলো—

মিসেস বাসু। মানে—মেয়েটা গারদঘরে পচে মরছে আর তুমি College-এ lecture দিতে চললে—

সুপ্রকাশ। তা কি করি বল—কাজটা যখন এখনো ছাড়িনি—

মিসেস বাসু। কিন্তু মেয়েটার bailএর একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। না সে চেষ্টাও করনি—

সুপ্রকাশ। করেছিলাম—bail দেবে না—

মিসেস বাসু। দেবে না বলেছে তুমি অমনি হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছো—ঠিক তোমাকে—

সুপ্রকাশ। না দিলে—

মিসেস বাসু। না দিলে—কেন শঙ্কর তো এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট—তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারনি—

সুপ্রকাশ। সে আমি পারব না—

মিসেস বাসু। পারবে না—কেন!—

সুপ্রকাশ। যা হবে না জানি—

মিসেস বাসু। হবে না—হবে না মানে কি! জগতে এমন কোন কাজ আছে যা হয় না—তা নয় বলো—তোমার মনের মধ্যে সেজন্য কোন দুঃখই জাগেনি—

সুপ্রকাশ। লেগেছে বললেও তুমি বিশ্বাস করবে না লতা—কিন্তু সে কথা নয়—তুমিই বা ব্যাপারটার জন্য এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন?

মিসেস বাসু। কি—কি বললে—উত্তেজিত—

সুপ্রকাশ। হ্যাঁ—সে এমন কোন গর্হিত কাজ করেনি—যেজন্য আমাদের সরকারের কাছে তার পা ধরতে হবে।

মিসেস বাসু। গর্হিত নয়—you mean to say—

সুপ্রকাশ। দেশের মেয়ে হয়ে দেশের জন্য তাকে যদি আজ জেলে যেতেই হয়ে থাকে—

মিসেস বাসু। জান তার ফাঁসিও হতে পারে -

সুপ্রকাশ। তাতেই বা দুঃখ কি লতা—ভাব তো একবার এ কত

বড় গর্বের কথা—দেশের মেয়ে হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য—

মিসেস বাসু। থাম!

সুপ্রকাশ। লতা—এ তুমি কোনদিন বুঝলে না—আজও বুঝতে পারবে না—

মিসেস বাসু। বুঝেও আমার কাজ নেই—

সুপ্রকাশ। হ্যাঁ লতা—যদি সত্যিই তার ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হয়—জানবো—আমার মত ভাগ্যবান খুব কমই আছে। আমি তাকে প্রাণ ভরে মনে মনে আশীর্বাদ করবো—এমনি করবই যেন বারবার সে দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে যেতে পারে—

মিসেস বাসু। উঃ, তুমি কি!

সুপ্রকাশ। তুমি দেখনি তাকে লতা—আমি পরশু জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—মা আমার আনন্দময়ী—হাস্যময়ী—ভগবানকে ধন্যবাদ দাও লতা—এমন মেয়ের মা-বাপ আমরা—আমার কত গর্ব—সুমিতা আমার মেয়ে—আমি তার বাপ। দুঃখ করো না লতা—এ দেশ একদিন স্বাধীন হবে—এ তারই রক্ত-প্রস্তুতি—আর আমাদের মেয়ের নাম সেই প্রস্তুতিরক্ত ইতিহাসেই লেখা রইলো চিরদিন—সে মরবে না—কোনদিন মরবে না—সে মৃত্যুহীন—

[মঞ্চ ঘুরে যাবে]

তৃতীয় দৃশ্য

[কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়ির অলিন্দ। রাত্রি প্রায় বারোটা হবে। অলিন্দে রেলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে একাকিনী সুভদ্রা। সহসা সেই অলিন্দে নিঃশব্দে পশ্চাৎদিক হতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শিবশঙ্করের প্রবেশ]

শিব। বড়বৌ!

সুভদ্রা। [চম্‌কে] কে? একি তুমি!

শিব। [ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে] চুপ। আস্তে—হ্যাঁ আমি। আবার আমায় ফিরে আসতে হলো ভদ্রা।

সুভদ্রা। [সতর্কভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে] চল। ঘরের মধ্যে চল।

শিব। না। আর ঘরে নয়। আমার—আমার পিস্তলটা দাও ভদ্রা।

সুভদ্রা। [বিস্ময়ে] পিস্তল! পিস্তল দিয়ে কি হবে?

শিব। আঃ! যা বলি আগে তাই শোন। আগে পিস্তলটা এনে দাও, সব বলছি—

[সুভদ্রা ঘরের মধ্যে চলে যান পিস্তল আনতে এবং একটু পরেই পিস্তল নিয়ে ফিরে এলেন। পিস্তলটা স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে—]

সুভদ্রা। এই নাও। কিন্তু—

শিব। কই দাও। হ্যাঁ। শোন। যাবার আগে সব কথাই তোমায় আমি বলে যাবো ভদ্রা। আমার জীবনের সমস্ত আশাহত স্বপ্ন। শেষ সান্ত্বনাটুকুও বুঝি শেষবারের মত জ্বলে উঠে অকস্মাৎ আবার নিয়তির নির্মম ফুৎকারে নিবে গেল। কিন্তু আমি তা হতে দেবো না। না—

সুভদ্রা। কি বলছ তুমি? তোমার কথা কিছুই যে আমি বুঝতে পারছি না।

শিব। শিবনাথ! সে ধরা পড়েছে!

সুভদ্রা। [ব্যাকুল চাপা চীৎকারে] সেকি! কবে—সে তো—

শিব। হ্যাঁ। পাটনাতেই ধরা পড়েছে open fight করে। ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সুভদ্রা। কিন্তু তুমি—

শিব। আগুনকে চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিলে বড়বৌ। তাই কি হয়? সে জেগেছে, শিখা মেলে দিয়েছে। পাতাল ঘর হতে যেদিন চলে যাই সেই দিনই তার সঙ্গে আমার অতর্কিতে দেখা হয়ে যায়। পলাতক অবস্থায় আত্মগোপন করে সে এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে—কিন্তু তার চাইতেও বড় সংবাদ তুমি জান কি?

সুভদ্রা। কি?

শিব। জান কে তার বিচারক আজ?

[উৎকণ্ঠিতা সুভদ্রা স্বামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন শুধু]

তোমারই civilian পুত্র জাস্টিস্ শঙ্করপ্রসাদ।

সুভদ্রা। [চেঁচিয়ে] সেকি!

শিব। হ্যাঁ। সে-ই বিচারক আজ তার ভাইয়ের। রত্নগর্ভা জননী! তোমারই গর্ভের এক সন্তান অন্যের পরে দিতে চলেছে আজ চরম দণ্ডাদেশ। ফাঁসি]

সুভদ্রা। [চেঁচিয়ে] ফাঁসি!

শিব। [ব্যঙ্গভরে] হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ফাঁসি।

সুভদ্রা। না, না—এ হতে পারে না। আমি হতে দেবো না। আমার শঙ্কর। আমার শিবনাথ।

শিব। আহা। Dear mother—~~don't loose your nerve~~! ~~রায়বাহাদুর কমিশনার ভাইয়ের বোন।~~

সুভদ্রা। বারবার ঐ কথা বলে তুমি আমায় আঘাত দিয়ে এসেছো। কিন্তু দোষ কি কেবল একা আমারই। একটিবার বুকে হাত দিয়ে বল তো তোমার কোন দোষ ছিল না? কোন পাপ ছিল না তোমার?

শিব। পাপ!

সুভদ্রা। হ্যাঁ। তোমারই পাপ।

শিব। [চেঁচিয়ে] সুভদ্রা। [পরে হঠাৎ শান্ত কণ্ঠে] সত্য। সত্যি আমারও হয়ত পাপ ছিল। নচেৎ এমনটাই বা হবে কেন? হ্যাঁ। পাপ। [পাপ আমারও হয়ত ছিল তবে শোন বড়বৌ আজ আর কোন কথা গোপন করবো না। সব, সবই বলবো—

সুভদ্রা। কিছু আমি শুনতে চাই না। সব জানি।

শিব। না। আসল সত্যের কিছুই তুমি জান না। তোমরা জেনেছো শুধু শিবশঙ্করকে ভালবাসত—

সুভদ্রা। থাক্ না। অতীতকে আর নাইবা ঘাঁটালে।

শিব। না। শোন। অস্বীকার করবো না, সত্যি সুনন্দার মত কোন নারীকেই জীবনে অত আমি ভালবাসিনি। সুনন্দার আগুনের মত বাইরের রূপটাই প্রথমে আমায় আকর্ষণ করেছিল সত্য কিন্তু পরে সেই আকর্ষণকে ছাপিয়ে গিয়েছিল আমার শ্রদ্ধা, আমার ভালবাসা। তবে সে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তার রূপের প্রতি নয়, তার ভিতরে যে অনিন্দনীয় এক নারী ছিল তারই প্রতি—

সুভদ্রা। থামো। থামো—

শিব। কথাটা আমার শেষ করতেই হবে। সুনন্দাকে আমি ভালবেসেছিলাম সত্য কিন্তু কোনদিন কাউকে এ জগতে সে কথা আমি জানতে দিইনি। আর তাকে আমি কোন দিন চাইও নি—

সুভদ্রা। চাওনি? বলতে পারলে এত বড় মিথ্যা কথাটা?

শিব। মিথ্যা নয় বলেই বলতে পারছি বৌ। অথচ আশ্চর্য! ঐ কথাটা কেউ তোমরা বোঝনি। তুমিও না, কালিকাও না। আর বুঝতে চেষ্টাও করনি।

সুভদ্রা। সত্যই কি তার কোন প্রয়োজন ছিল?

শিব। ছিল বড়বৌ, ছিল। বুঝতে যদি তবে আজ এমনি করে হৃতসর্বস্বের বুকভরা বেদনা আর হাহাকার নিয়ে প্রেতের মত হয়ত পালিয়ে বেড়াতে হতো না। একই গ্রামে পাশাপাশি আমি, কালি আর সুনন্দা মানুষ। আট বছর বয়সের সময় সুনন্দা তার মামারবাড়িতে পড়তে গেল। বারো বছর পরে যখন ফিরে এলো—সে কি তার আগুনের মত রূপ! কিন্তু তার ছয় বছর আগেই তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। কালি তখনও বিবাহ করেনি।

সুভদ্রা। মনে আছে।

শিব। সুনন্দা এসে আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সংঘে নাম লিখাল। এবং চার মাস বাদে কালির সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেল।

সুভদ্রা। তাও মনে আছে।

শিব। দুটো বছর আমরা তিনজনে পাশাপাশি বেশীর ভাগ সময়ই কাজ করেছি। ঐ দুই বছরের সাহচর্যে কখন যে তিল তিল করে একটা বিরাট তৃষ্ণা জেগে উঠেছে টের পাইনি। টের যখন পেলাম আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। শিবু তখন এক বছরের—নিজের বুকের দর্পণে নিজের ছায়া দেখে সর্বাঙ্গ আমার হিম অসাড় হয়ে গেল। পালালাম আমি—

সুভদ্রা। একটা বছর তুমি বাড়িমুখোই হওনি—

শিব। না হইনি। ভয়ে—সমস্ত শুভবুদ্ধি তখন আমার লোপ পেতে বসেছে। অজ্ঞাতে কালিকার প্রতি একটা প্রচণ্ড আক্রোশ বিষ বাষ্পের মত জমা হ'য়ে উঠেছে—উঃ সে দিনগুলোর স্মৃতি এখনো যেন এই বুকের

মাঝে আগুনের অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। একটা বছর পাগলের মতই দেশে দেশে ঘুরেছি আর কি খেয়াল দেখ একটার পর একটা চিঠি লিখেছি সুনন্দাকে—কিন্তু তার একটি চিঠিও কখনো তার কাছে পাঠাইনি।

সুভদ্রা। কিন্তু সেই চিঠিই তো—

শিব। জানি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম তারই কোন চিঠি আমার অসতর্কতায় তোমার ও কালিকার হাতে পড়েছিল। আমার লেখা চিঠিটাই তোমাদের কাছে বড় ও সত্য হলো বড়বৌ কিন্তু তার আসল সত্যকে কেউ তোমরা যাচাই করে দেখলে না।

সুভদ্রা। কেমন করে বুঝবো বল?

শিব। তাই তো বলি বড়বৌ, আমায় তুমি কোনদিন চেনবারই চেষ্টা করোনি। আমার ওপরে অভিমান বশে শঙ্করকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তুমি দূরে ঠেলে দিলে পর্যন্ত—

সুভদ্রা। আমি—

শিব। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য তখনও আমার বাকি। ঐ সময় সুনন্দার হলো একটি মেয়ে, কুক্ষণে মেয়েটি হলো কালো। আর সেই সঙ্গে কালিকার মনে ফেললো সন্দেহের কালো ছায়া কারণ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারা ছিল টকটকে গৌরবর্ণ। ভাঙন ধরলো আমাদের বন্ধুত্বে—

সুভদ্রা। তাই ঠাকুরপো তার মেয়ের কালো রং নিয়ে ঠাট্টা করতে যাওয়ায় গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

শিব। তারপর বারুইপুরের সংঘর্ষে সত্যজিৎ মারা পড়ল এবং সেই ব্যাপারে মতদ্বৈধ হওয়ায় একদিন তর্ক বেধে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল কোমর হতে ছোরা বের করে আঘাত করলাম কালিকে।

সুভদ্রা। বল কি!

শিব। হ্যাঁ। সেই আঘাতে কালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আমি

আবার পালালাম। এক বছর পরে আবার অন্তরের জ্বালায় ছুটে এলাম এক গভীর রাত্রে এই কাঞ্চনপুরে।

সুভদ্রা। জানি। সেই রাত্রেই তো—

শিব। হ্যাঁ। কিন্তু আসলে সে রাত্রে কাঞ্চনপুরে কেন এসেছিলাম জান? সুনন্দার সঙ্গে দেখা করে সব বলে ক্ষমা চেয়ে নিতে—আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু সুনন্দার ঘরে গিয়ে দেখলাম [একটু থেমে] রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটা তার মেঝের ওপরে পড়ে আছে। পাশে পড়ে একটা পিস্তল। ক্ষমা চেয়ে নেবার সময়টুকুও সে আমায় দিলে না বৌ। সে সময়টুকুও দিল না।

[দুই হাতে শিবশঙ্কর মুখ ঢাকলেন]

সুভদ্রা। তবে! তবে—তুমি সুনন্দাকে—

শিব। না। না—আমি তাকে হত্যা করিনি।

সুভদ্রা। কে? কে তবে তাকে হত্যা করল?

শিব। জানি না। জানি না—সমস্ত শরীর তখন আমার থর থর করে কাঁপছে। তারপর খেয়াল হলো যখন, সে ঘর হতে ছুটে পালালাম—দূরে, বহু দূরে সেই ভয়াবহ দৃশ্য হতে শত যোজন দূরে। খানা ডোবা, মাঠ জঙ্গল পার হয়ে ছুটতে লাগলাম।

সুভদ্রা। ঐ সময় বোধ হয় জোতদার ভূষণ দত্ত তোমায় দেখতে পায়।

শিব। হবে। ঐ ঘটনার মাস চারেক বাদে কালিকা পুলিসের হাতে ধরা পড়ল। বিচারে তার ফাঁসি হয়ে গেল। সেও হয়ত জেনে গেল অন্য সকলের মতই সুনন্দার হত্যাকারী আমিই। আমার কাজ গেল, সাধনা গেল, স্বপ্ন গেল—সব! সব আমার গেল। ভূতগ্রস্তের মত দেশ হতে দেশান্তরে আমি ছুটে ছুটে আত্মগোপন করে বেড়াতে লাগলাম। আজও বেড়াচ্ছি। আর কেউ না জানুক, সুনন্দা অন্তত

তুমি তো জান—তুমি বলে দাও নন্দা! কে! কে তোমায় হত্যা করেছে? কে।—

[সহসা এমন সময় অন্ধকার পথে পাগল হরনাথের প্রবেশ]

হরনাথ। আমি। আমি জানি শিবশঙ্কর কে তাকে হত্যা করেছে।

শিব। [চমকে] কে? কে হরনাথ?

হর। হ্যাঁ। সত্য তুমি আজও বেঁচে আছো শিবশঙ্কর?

শিব। হ্যাঁ। বেঁচে আছি। কিন্তু একটু আগে তুমি কি—কি বলছিলে?

হর। আমি জানি সুনন্দার হত্যাকারী কে। আর হয়ত জানে একজন—

শিব। কে! কে সে?

হর। সীতা। কালি আর আমি একই দিন রাধাগঞ্জে ধরা পড়ি। সেই একদিন আমায় বলেছিল—

শিব। বলেছিলো। বলেছিলো—তবে বল! বল ভাই, কে সুনন্দার হত্যাকারী? দীর্ঘ এই ষোল বছর ধরে বুকের মধ্যে তুষানল নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছি। অন্ধকারে প্রেতের মত আত্মগোপন করে বেড়িয়েছি। এ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দাও বন্ধু। মুক্তি দাও—

[শিবশঙ্কর পাগলের মতই হরনাথের হাত ধরে প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে গেল।]

[যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে কিছুক্ষণ বিরতি]

চতুর্থ দৃশ্য

[পাটনা—জজ শঙ্করপ্রসাদের বাংলো বাড়ির শয়নকক্ষ। একদিকে দুটা জানালা, একটা তার মধ্যে খোলা, একপাশে দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে। একটি ছোট টেবিল, টেবিলের ওপরে আলোটা কমানো, খোলা জানালা পথে বাইরের চাঁদের আলো এসে ঘরে প্রবেশ করেছে। শঙ্কর পরিধানে একটা ড্রেসিং গাউন, মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো, নিঃশব্দে পায়চারি করছে। দেওয়ালের একদিকে শঙ্করজননী সুভদ্রার ফটো, অন্যদিকে একটা ক্যালেণ্ডার, তাতে ১১ই তারিখ।]

শঙ্কর। আশ্চর্য। নিজেকে defend করা তো দূরে থাক, একটি কথা পর্যন্ত বললে না। ফাঁসির হুকুম শোনান হলো, সামান্য একবার হাসল মাত্র। সোমনাথ। সত্যি! তুমি মানুষ নও—[শঙ্কর এগিয়ে এসে ঘরের অন্য জানালাগুলি খুলে দিতেই ঘরে আরো চাঁদের আলো এলো।]

আজ পূর্ণিমা! দোলপূর্ণিমা— সবাই ছুটি নিয়ে গেছে।

[হঠাৎ দেওয়ালের ঝুলন্ত ক্যালেণ্ডারটার দিকে নজর পড়ল]

রাত্রি প্রভাতে কাল ১২ই। ভোর পাঁচটায় সোমনাথের ফাঁসি। কি আশ্চর্য সুন্দর সোমনাথের চোখের মণি দুটি। স্থির বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত, অথচ কী নির্ভীক—কী প্রশান্ত।

[সর্বাঙ্গে একটা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সীতা এসে ঘরে ঢুকল। পদশব্দে ফিরে তাকায় শঙ্কর]

কে?

সীতা। [চাদরের অবগুণ্ঠন তুলে] আমি।

শঙ্কর। [বিস্ময়ে] একি! তুমি সীতা, এত রাত্রে?

সীতা। কালই প্রত্যুষে আমি পাটনা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাই তোমার কাছ হতে বিদায় নিতে এলাম।

শঙ্কর। বিদায়?

সীতা। হ্যাঁ। হয়ত এই শেষ। শুধু যাবার আগে একটা অনুরোধ—

শঙ্কর। সীতা।

সীতা। এ চাকরি তুমি ছেড়ে দাও শঙ্কর।

শঙ্কর। বিধিলিপি। এই আমার বিধিলিপি সীতা। এর থেকে আমার নিস্তার নেই। নিজ হাতে স্বেচ্ছায় বিষপান করেছি। আকণ্ঠ পিপাসায় তপ্ত বালুর উপর দিয়ে জীবনের বাকি কটা দিন এমনি ভাবেই হেঁটে যেতে হবে আমায় সীতা। নিয়তি, নিষ্ঠুর নিয়তি—

সীতা। বিধিলিপিও নয়, নিয়তিও নয়, চল তুমি ফিরে চল। দেখবে পরম দুঃখের মধ্যেই পরম শান্তি আছে, আছে পরম সান্ত্বনা।

শঙ্কর। ফিরে যাবো? কোথায়? কোথায় আমার ঘর! কোথায় আমার সান্ত্বনা! নিজের হাতে আগুন জ্বেলে সব পুড়িয়েছি। তখন বুঝিনি কিন্তু আজ দেহের প্রতিটি ধমনীতে চীৎকার করছে আমার পিতৃরক্ত।

সীতা। [সস্নেহে] শঙ্কর!

শঙ্কর। না। না—এ আমি কি বলছি! আমি সিভিলিয়ান শঙ্করপ্রসাদ রুদ্র। কেউ নেই আমার। কেউ নেই—আমি একা। একা।

সীতা। সত্যিই কি আর তুমি ফিরতে পার না শঙ্কর?

শঙ্কর। হয়ত পারতাম। একদিন হয়ত ফিরতে পারতাম কিন্তু আজ আর পথ নেই। আমার সমস্ত প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছো তুমি।—

সীতা। আমি!

শঙ্কর। হ্যাঁ। হ্যাঁ—তুমি—কিন্তু না তুমি যাও সীতা। যাও। যে কথা এতদিনেও তোমায় বলতে পারলাম না, যার কলঙ্ক ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী নিয়তির মতো শুধু বহন করেই যেতে হলো আমায়—

সীতা। কি! কী এমন সে কথা! বল আজ তোমায় বলতেই হবে, আজ শেষ বিদায়ের পূর্বে শুধু আমায় জেনে যেতে দাও কেন তোমায় পেয়েও আমি পেলাম না। বল! বল—আমি শুনতে চাই। বল—

শঙ্কর। পারবে! পারবে সীতা তুমি সহ্য করতে?

সীতা। পারবো। পারবো—এ পাষাণে সব সহ্য হবে। সব সহ্য হবে। বল।

শঙ্কর। শোন তবে সীতা। হয়ত আমি আমার সমস্ত জীবনকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতাম—কিন্তু যখনই মনে পড়ে কার সন্তান আমি। এক পরস্ত্রী হত্যাকারী পিতার ঔরসজাত—

সীতা। কি বলছো তুমি?

শঙ্কর। ঠিক বলছি। সূর্যের আলোর মতই এ সত্য। জান! জান—কে তোমার মাকে হত্যা করেছিল?

সীতা। জানি। নিশ্চয়ই জানি।

শঙ্কর। [সবিস্ময়ে] জান! সব জেনেশুনেও তুমি আমাকে—

সীতা। শঙ্কর! শঙ্কর—এতদিন একথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করোনি কেন? ছিঃ ছিঃ। কত বড় একটা ভুল মনের মধ্যে পুষে রেখে তুমি কষ্ট পেয়েছো। অথচ একটিবারও তুমি যদি আমায় প্রশ্ন করতে! ~~কেন! কেন এতদিন আমি বুঝতে পারিনি!~~ উঃ। [সীতা দু হাতে মুখ ঢাকে]

শঙ্কর। [বিস্ময়ে] সীতা! সীতা!

সীতা। কেন বুঝিনি! কেন—

শঙ্কর। সীতা! তবে কি—

সীতা। কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি আমার মার হত্যাকারী কে ?

শঙ্কর। [চীৎকারে] কে ! কে ?—তবে কি আমার বাবা নন ?

সীতা। না !—না—হত্যাকারী আমারই বাবা। বাবাই মাকে হত্যা করেছিলেন।

শঙ্কর। তোমার বাবা ! কালিকা চৌধুরী নিজে ?

সীতা। হ্যাঁ ।

শঙ্কর। [ব্যগ্রকণ্ঠে] সব কথা আমায় খুলে বল সীতা। খুলে বল—কি যন্ত্রণা যে এই আট বছর ধরে বুকের মধ্যে আমি নিয়ে বেড়িয়েছি—কেউ বোঝেনি ! কেউ জানেনি ! কি লজ্জায় যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছি ! পিতৃরক্তকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছি—। বল সীতা, বল !

সীতা। সে রাত্রে মার পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে দেখি বাবা আর মা কথা বলছেন। ঘরের আলোয় বাবার সেকি ভয়ানক মূর্তি ! যেন একটা প্রেতের মতই বাবার চোখের তারা দুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। হঠাৎ আমায় জেগে উঠ্‌তে দেখে মা বললেন, সীতা পাশের ঘরে যা তো মা। এক মুহূর্তও আর দেরি করিনি। পাশের ঘরে ছুটে গেলাম।

[বলতে বলতে সীতা একটু থামল]

শঙ্কর। তারপর ?

সীতা। ভয়ে বুকের ভিতরটা তখনও আমার কাঁপছে। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম মার কণ্ঠস্বর : বিশ্বাস করো শিবশঙ্কর আমার ভাইয়ের মত। বাবা উত্তর দিলেন : ভাই ! এক গুলিতে ভাই আর বোনটিকে শেষ করতে পারলে আমার বুকের জ্বালা নিবত ! শয়তান ! বন্ধুবেশী প্রতারক ! কিন্তু সে তো হবার নয়—কাপুরুষ সে পলাতক।

আগে তোকে শেষ করে যাই তারপর তাকেও করবো। তারপরই প্রচণ্ড একটা গুলির শব্দ।

শঙ্কর। [চীৎকার] য়্যাঁ!

সীতা। সেই শব্দে আমিও বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান ফিরে এলে পাশের ঘরে যখন গেলাম দেখি—মার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা লম্বা হয়ে মেঝের ওপরে পড়ে আছে। আর দ্বিতীয় প্রাণী সেখানে নেই। কেবল পাশে পড়ে আছে একটা পিস্তল—দাঁড়াতে পারলাম না। ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পরের দিন পুলিস আসবার পর তোমার মা গিয়ে তাঁর কাছে আমায় নিয়ে আসেন—

শঙ্কর। কিন্তু এতদিন—। এতদিন একথা আমায় বলনি কেন সীতা?

সীতা। এ সম্পর্কে আজ পযন্ত কোন প্রশ্নই তো তুমি আমায় করনি শঙ্কর? তাছাড়া—

শঙ্কর। বল?

সীতা। প্রথমটায় ভয়ে এসব কথা কারো কাছে মুখ ফুটে আমি বলতে পারিনি। পরে—

শঙ্কর। পরে?

সীতা। পরে লজ্জায় মুখ খুলতে পারিনি। মেয়ে হয়ে বাপের এত বড় কলঙ্কের কথা, তাই বাবার ফাঁসির সংবাদ পেয়েও এক ফোঁটা চোখের জল আমার পড়েনি। যে বাপ আমার সতী-সাবিত্রী মায়ের ওপরে এত বড় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে সকলের চোখে তাকে এতখানি ছোট করে দিয়ে গেলেন মেয়ে হয়েও সে বাপকে কোনদিনই আমি ক্ষমার চোখে দেখতে পারিনি।

শঙ্কর। সীতা! সীতা! এ আজ তুমি আমায় কি শোনালে? এ আনন্দ! এ গৌরব—বাবা! বাবা! জানি না কোথায় কোন্ দূর

অদৃশ্যলোকে আছো পিতা, যেখানেই থাকো ক্ষমা করো পিতা। ক্ষমা করো তোমার এই হতভাগ্য সন্তানকে!

[বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে এলো শঙ্কর সীতার অতি সন্নিকটে। পরম স্নেহে ধরলো তার হাত দুটি]

পূর্ণজীবন তুমি আমায় দিয়েছো সীতা। আমায় তুমি ক্ষমা করো।

সীতা। শঙ্কর!

শঙ্কর। আর দেরি নয়। চল। সকালের ট্রেনেই আমরা দুজনে কাঞ্চনপুর যাবো। একত্রে মায়ের পায়ে প্রণাম জানাবো।

সীতা। সত্যি! সত্যি তুমি যাবে?

শঙ্কর। যাবো। নিশ্চয়ই যাবো—তুমি যাও ঠিক সময়েই আমি স্টেশনে আসছি!

সীতা। স্টেশনেই তবে আমাদের দেখা হবে?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

[সীতা চলে গেল]

ভগবান। ভগবান। সত্যই তবে তুমি আছো দেব!

[দেওয়ালে টাঙ্গানো মায়ের ফটোটার কাছে এগিয়ে গিয়ে]

মা। মা শুনছো! তোমার অভিশপ্ত সন্তান শঙ্কর আবার, আবার তোমার কাছে ফিরে যাচ্ছে। এবার তার সত্যিকারের দাবি নিয়ে। শিবশঙ্কর রুদ্রের সন্তান হয়ে—

[সহসা এমন সময় জানালা পথে লাফিয়ে শিবশঙ্কর কক্ষে প্রবেশ করলেন। শঙ্কর পদশব্দে চমকে ফিরে তাকাল]

কে? কৌন? কৌন হ্যায় তুম্?

শিব। সিভিলিয়ান শঙ্করপ্রসাদ। আমায় তো তুমি চিনতে পারবে না।

শঙ্কর। [সভয়ে আতঙ্ক-মিশ্রিত কণ্ঠে] কে। কে তুমি? রামদেও। দারোয়ান?

শিব। [হাস্যে] কেউ নেই। ~~Deserted.~~ শিবশঙ্কর রুদ্রের নামটা মনে পড়ে কি বিচারক শঙ্করপ্রসাদ?

শঙ্কর। [চীৎকার] কে। শিবশঙ্কর রুদ্র! তবে—তবে কি আজও আপনি বেঁচে আছেন? বাবা?

শিব। চুপ। কে? কে তোমার বাবা? শঙ্কর। হ্যাঁ শঙ্কর আমার একটি ছেলে ছিল বটে। কিন্তু সেও আর বেঁচে নেই। Dead! He is dead! আমার ছেলে—হ্যাঁ শিবু—শিবনাথ!

শঙ্কর। [ব্যাকুল কণ্ঠে] বাবা?

শিব। [চেঁচিয়ে] No. No—I disown you!

[তবু শঙ্কর এগিয়ে আসে পিতার পায়ে প্রণাম জানাতে]

শঙ্কর। বাবা।

শিব। না! না—সরে যাও। ছুঁয়ো না আমায়। রক্ত! তোমার হাতে ভ্রাতৃহত্যার রক্ত। তুমি হত্যাকারী, ভ্রাতৃহত্যাকারী খুনী!

শঙ্কর। [বিস্ময়ে] খুনী?

শিব। খুনী নও! ভাই হয়ে একমাত্র মায়ের পেটের ভাইকে বিচারের নামে ঐ হাতে ফাঁসির হুকুম দাওনি? ~~Was not, your verdict to be hanged by neck till death.~~!

শঙ্কর। কিন্তু এ আপনি কি বলছেন বাবা! আমার একটি মাত্র ভাই শিবনাথ—সে!—গত—

শিব। হ্যাঁ। শিবনাথই সোমনাথ। ছদ্মনামে—আত্মগোপন করে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করছিল সে। চিনতে পারলে না নিজের মায়ের পেটের ভাইটিকে!

শঙ্কর। বাবা! বাবা! বলুন আপনি যা বলছেন তা কি সত্য?

সত্য! তাহলে ভাই হয়ে ভাইকে দিয়েছি ফাঁসির হুকুম! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি! কাল—কাল প্রত্যুষে তার ফাঁসি! ভগবান। ভগবান বলে দাও এ মহাপাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত।

শিব। শঙ্করপ্রসাদ।

শঙ্কর। শঙ্করপ্রসাদ নয়। শঙ্করপ্রসাদ নয়— বলুন ভ্রাতৃহন্তা ঘাতক।…

শিব। তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও?

শঙ্কর। হ্যাঁ। চাই। চাই—বলুন। বলুন সত্য কি প্রায়শ্চিত্ত এর আছে?

শিব। আছে।

শঙ্কর। [চেঁচিয়ে] আছে?

শিব। [কোমর হতে পিস্তলটি বের করে] ধর। Hold it! এই তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেউ জানবে না! সাক্ষী থাকবে কেবল আজকের এই নিশুতি রাত আর আমাদের অন্তর্যামী। যদি সাহস থাকে তো ধর!

[স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শঙ্কর পিতার মুখের দিকে]

তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করো। আর, আর—সেই সঙ্গে আমার রক্তকে—আমার লাঞ্ছিত পিতৃত্বকে মুক্তি দাও। পারবে?

শঙ্কর। [সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে] পারবো। পারবো। দিন বাবা দিন।

শিব। নাও। [শঙ্কর পিতার হাত হতে পিস্তলটি হাত পেতে নিল]

[শিবশঙ্কর তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে যাবার জন্য উদ্যত হতেই]

শঙ্কর। বাবা?

শিব। [হঠাৎ চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ।

শঙ্কর। একটু, একটু দাঁড়ান বাবা। আপনার পায়ের ধুলোর সঙ্গে

যাবার আগে আপনার শেষ আশীর্বাদটুকু আমায় ভিক্ষা চেয়ে নিতে দিন।

শিব। না। না—এখন নয়। এখন নয়। ও হাত তোমার ভ্রাতৃ-হত্যার রক্তে কলুষিত! আগে নিজ রক্তে শোধন কর তারপর। তার-পর আমি আসবো—নেবো তোমার প্রণাম।

শঙ্কর। বেশ। তবে তাই হোক বাবা। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই—

শিব। হ্যাঁ। তোমার মা এসে পৌঁছাবার পূর্বেই।

শঙ্কর। মা। আমার মা আসছেন?

শিব। হ্যাঁ আজই শেষ রাত্রের গাড়িতে।

[শিবশঙ্কর চলে যেতে উদ্যত হন। শঙ্কর নিষ্পলক চেয়ে থাকে বাপের গমনপথের দিকে। হঠাৎ দরজা বরাবর গিয়ে ফিরে দাঁড়ান শিবশঙ্কর]

জানালা দরজাগুলো বন্ধ করে দিও। শব্দ! কোন শব্দ কেউ যেন না পায়। দরজা বন্ধ করে দিও। দরজা বন্ধ করে দিও—

[বলতে বলতে শিবশঙ্করের চঞ্চল দ্রুতপদে প্রস্থান]

শঙ্কর। [সাশ্রুনেত্রে] তাই। তাই হবে বাবা। তোমার রক্তকেই আমি স্বীকৃতি দিয়ে যাবো। শিবনাথ। সীতা! সীতা—আমাদের এত সাধের ঘর পুড়ে গেল—

[স্খলিত পদে শঙ্কর চলে গেল ঘর ছেড়ে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

[মঞ্চ অন্ধকার থাকবে কিছুক্ষণ। যন্ত্রসঙ্গীত ক্ষীণভাবে ভেসে আসবে। তারপরে ক্রমে আবার মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠবে একটু একটু করে। শঙ্কর এসে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করবে। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই অদ্ভুত পরিবর্তন তার চোখেমুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। হাতে শক্ত করে ধরা পিস্তলটি।]

শঙ্কর। কে? চুপ। শিবনাথ! না। বাতাস। রাত্রি শেষ, ১২ই। ফাঁসি। To be hanged by neck till death—কার? কার

ফাঁসি। না আমি হতে দেবো না। হতে দেবো না। Gentlemen of the Jury। We are all here to give a fair judgement. বিচার!

[বাতাসে পর্দাটা নড়ে ওঠে]

কে? সীতা? ঘরের দরজায় মঙ্গলঘট বসাও। আম্রপল্লব, আল্পনা দাও, কটা বাজল সীতা? ভোরের ট্রেন ছাড়তে আর কত বাকি? রাত কি পুইয়ে গেল? সূর্য কি উঠলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ আসছি। একটু। একটু অপেক্ষা করো সীতা। আসছি। আমি আসছি।

[বুকের কাছে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল। গুড়ুম করে একটা শব্দ। শঙ্কর টলতে টলতে পড়ে গেল]

আঃ।—[যন্ত্রণাকাতর শব্দ] সীতা! মা?

[দ্রুতপদে পর্দা সরিয়ে সুভদ্রার প্রবেশ]

সুভদ্রা। [ব্যাকুল কণ্ঠে] শঙ্কর?

শঙ্কর। [যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে] মা। আমার মা। এসেছো মা?

সুভদ্রা। [দ্রুতপদে ভূলুণ্ঠিত পুত্রের কাছে এগিয়ে এসে] এ কি সর্বনাশ করেছিস বাবা?

[পুত্রের মাথা কোলে তুলে নেন]

শঙ্কর। তুমি! তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পেরেছো মা! ক্ষমা কি করেছো আমায়? আঃ।…

সুভদ্রা। [ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে] বড় কি কষ্ট হচ্ছে বাবা?

শঙ্কর। কষ্ট। না মা। আর কষ্ট তো আমার নেই। বাবা! আমার বাবা এখনো আসছেন না কেন মা? উঃ, একি অন্ধকার।

সুভদ্রা। শঙ্কু বাবারে।

শঙ্কর। রাত্রি কি পাঁচটা বেজে গেল মা! ফাঁসি কি হয়ে গেল!

মিঃ এ্যালিস! He is my brother! My own brother! কিন্তু বিশ্বাস কর! বিশ্বাস করো মা, জানতাম না।

স্নভদ্রা। তোর তো কোন দোষ নেই বাবা। আমারই দোষ।—

শঙ্কর। সব জেনেও কেন আমায় সেদিন সব কথা বলনি মা! কেন বলনি ?

স্নভদ্রা। বলিনি শুধু তাঁর নিষেধ ছিল বলে রে।—

শঙ্কর। [হাঁপাতে হাঁপাতে] শুধু একটিবার। একটিবার যদি সব কথা তুমি আমায় জানাতে মা। উঃ কি অন্ধকার। আলোটা কি নিবে গেল। ঘরের সব আলো জেলে দাও মা। আঃ! জানালাগুলো কে বন্ধ করলে ? খুলে দাও। খুলে দাও। [কেমন ঝিমিয়ে পড়ে]

স্নভদ্রা। [ভীত ব্যগ্রকণ্ঠে] শঙ্কর বাবা।

শঙ্কর। বাবা। এখনো কি আসার সময় হলো না বাবা।…উঃ আলো! আরো আলো! …আ—লো! [মৃত্যু]

স্নভদ্রা। শঙ্কর! বাবারে আমার।

[শঙ্করের বুকের ওপরে মাথা গুঁজে পড়ে থাকেন। দ্বারপথে পা টিপে টিপে শিবশঙ্করের প্রবেশ]

শিব। শঙ্কর। দরকার নেই! দরকার নেই! ওটা ফিরিয়ে দে। তোর প্রণাম আমি গ্রহণ করবো।

স্নভদ্রা। [চম্‌কে] কে ? তুমি!

শিব। চুপ্। আস্তে—শঙ্কর! শঙ্কর কোথায় ?

স্নভদ্রা। ওগো তুমি এসেছো। শঙ্কর। আমার শঙ্কর। চেয়ে দেখো গো চেয়ে দেখো—

শিব। জানতাম। আমি জানতাম বৌ! সে স্বীকৃতি দেবে। শঙ্কর my son!

[হাঁটু গেড়ে শিবশঙ্কর ওদের পাশে বসলেন]

দেখছো! দেখছো বৌ। একদিন শঙ্করকে আমার তুমি আমার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়েছিলে কিন্তু পারলে না, পারলে না দূরে রাখতে, ফিরে এসেছে সে। আবার আমার শঙ্কর আমার বুকে ফিরে এসেছে। দাও। দাও—কই দাও আমার শঙ্করকে আমার কাছে দাও।

[পুত্রের মাথাটা দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করেন শিবশঙ্কর]

শঙ্কর! My son! My dream!

সুভদ্রা। [ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে] ওগো!

শিব। [সুভদ্রার দিকে চেয়ে] কিন্তু আজ। আজ তোমার এ বেশ কেন বৌ। রাজেন্দ্রাণী তুমি। শঙ্কর, শিবনাথের মা তুমি। কই। কই তোমার এয়োতির চিহ্ন—রক্তবর্ণ শাড়ী।—

[শিবশঙ্করের কথা শেষ হবার পূর্বেই ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজবার শব্দ শোনা গেল]

ওকি! ওকি—পাঁচটা [অস্বাভাবিক চীৎকারে] পাঁচটা। না—না। পাঁচটা বাজতে আমি দেবো না—দেবো না। আমার শিবনাথ বাঁচবে। —আমার শঙ্কর বাঁচবে! দেবো না পাঁচটা বাজতে। God in heaven —যদি থাকো, যদি সত্য থাকো কোন অভিশপ্ত অদৃশ্য দেবতা—দয়া করো—ওগো দয়া করো। পাঁচটা বাজতে দিও না। আমার বাইশ বছরের জীবন ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আমার সর্বস্ব—Give back my life—give back—ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও।

[একটা প্রচণ্ড বাজনার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নেমে এলো।]

যবনিকা